CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৭ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 21 February, 2021 ■ আগরতলা, ২১ ফেব্রুয়ারী ২০২১ ইং ■ ৮ ফাল্গুন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

মুখ্যমন্ত্রীদের নিয়ে নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের ষষ্ঠ বৈঠক অনুষ্ঠিত

উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিকে যতটা সম্ভব উৎসাহ দিতে হবে ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): উদ্ভাবন ও প্রযুক্তির ব্যবহারকে যতটা সম্ভব উৎসাহ দিতে হবে। ভারতের প্রতিটি রাজ্য, প্রতিটি জেলার একটি বিশেষত্ব এবং ক্ষমতা রয়েছে, তা তুলে ধরতে হবে। শনিবার নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের ষষ্ঠ বৈঠকে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে নীতি আয়োগের গভর্নিং কাউন্সিলের ষষ্ঠ বৈঠকে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী পীযুষ গোয়েল, কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রমুখ। এদিনের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দেশ যখন স্বাধীনতার ৭৫ বছর পূর্ণ করতে চলেছে, সেই সময় গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমি রাজ্যগুলির কাছে অনুরোধ করব, স্বাধীনতার ৭৫ বছরের জন্য নিজ-নিজ রাজ্যে সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষকে যুক্ত করে কমিটি গঠনের জন্য।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'করোনা-পরিস্থিতিতে আমরা দেখেছি কীভাবে রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার একসঙ্গে কাজ করেছে, এর ফলে দেশ সফলতা পেয়েছে। বিশ্বেও ভারতের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।' কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, '২০১৪ সাল থেকে এযাবৎ গ্রামীণ ও শহুরে এলাকায় ২.৪ কোটিরও বেশি বাড়ি নির্মাণ করা হয়েছে। আরও একটি উদ্যোগ চলছে, যার ফলে ভারতের ছ'টি রাজ্যে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে বাড়ি নির্মিত হবে। কয়েক মাসের মধ্যে, নতুন মডেলের সঙ্গে এই প্রযুক্তির সৌজন্যে শক্তিশালী বাড়ি তৈরি করা হবে।

জল জীবন মিশন সূচনা হওয়ার পর থেকে বিগত ১৮ মাসের মধ্যেই, পাইপের মাধ্যমে জলের কানেকশন দেওয়া হয়েছে ৩.৫ কোটির বেশি গ্রামীণ পরিবারে। আমরা এটাও দেখতে পাচ্ছি কীভাবে দেশের প্রাইভেট সেক্টর দেশের বিকাশ যাত্রায় উৎসাহের সঙ্গে এগিয়ে আসছে।' মোদী জানান, 'বিগত কয়েক বছরে, ব্যাঙ্ক একাউন্ট খোলা, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ, বিনামূল্যে গ্যাস সংযোগ দরিদ্রদের জীবনে আমূল পরিবর্তন এনেছে।'

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আত্মনির্ভর ভারত অভিযান, এমন একটি ভারত গড়ার মার্গ, যা শুধুমাত্র নিজেদের প্রয়োজনের জন্যই নয়, বিশ্বের জন্যও উৎপাদন করবে এবং এই উৎপাদন বিশ্বে শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দেবে। সময় নষ্ট না করে দ্রুততার সঙ্গে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় যুবকের ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার ইচারবিল এলাকায় ফাঁসিতে আত্মহত্যা করল এক যুবক। তার নাম সুজিত দেবনাথ। রাজ্যে আত্মহত্যার ঘটনা দিনের-পর- দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। গত ভোররাতে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার ইচারবিলএলাকার বাসিন্দা সুবল দেবনাথ এর ২৬ বছর বয়সী ছেলে সুজিত দেবনাথ নিজের ঘরেই ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে।

জানা যায় সুবল বাবু এ দিন রাতে বাড়িতে ছিলেন না। কর্মসূত্রে তিনি কল্যাণপুরে থাকেন। স্ত্রী পুত্র এবং পুত্রবধূ বাড়িতে থাকেন।অন্যান্য দিনের মতোই গতকাল রাতেও স্ত্রী পুত্র এবং পুত্রবধূ খাওয়া-দাওয়া শেষে ঘুমিয়ে পড়েন। হঠাৎ সকলের অলক্ষ্যে পুত্র সুজিত দেবনাথ নিজের ঘরেই আত্মহত্যার চেষ্টা করে। বিষয়টি টের পেয়ে সুজিতের স্ত্রী ও মা জেগে ওঠেন। ঘুম থেকে উঠে তার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পেয়ে ফাঁসির দড়ি কেটে নিচে নামিয়ে ফেলেন। তখনো তার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যপালের সাথে ফের বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী তৈরী হল নতুন জল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। একরাশ জল্পনা তৈরী করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ রাজ্যপাল রমেশ বৈশ এর সাথে দীর্ঘসময় বৈঠক করেছেন। বৈঠক শেষে বেরিয়ে তিনি দাবি করেন, সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে আজ রাজ্যপালের সাথে তিনি দেখা করেছেন। তবে, সূত্রের দাবি মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে রাজ্যপালের সাথে মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করেছেন। বিজেপি সূত্রে খবর রাজ্য বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনের আগেই মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হবে। এক্ষেত্রে দিল্লীর সবুজ সংকেত আদায় করতে আগামীকাল সর্বভারতীয় কার্যকারিণী কমিটির বৈঠক শেষে শীর্ষ নেতৃত্বের সাথে আলোচনা করবেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা।

রাজ্য মন্ত্রিসভায় চারজন মন্ত্রির পদ খালি পড়ে রয়েছে। নতুন মন্ত্রি হিসাবে একাধিক বিধায়কের নাম চর্চায় রয়েছে। আইপিএফটিও একটি মন্ত্রিত্ব দাবী করেছে। তবে, বিজেপি আইপিএফটিকে আর কোনও মন্ত্রিত্ব দিতে রাজি নয়। মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ নিয়ে প্রায় এক বছর ধরে নানা গুঞ্জন চলছে। করোনার প্রকোপে বিষয়টি কিছুটা চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু, এখনও মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ জরুরী হয়ে পড়েছে। বিজেপি সূত্রে খবর আজ মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই বিষয়ে রাজ্যপালের সাথে বৈঠক করেছেন। দীর্ঘ বৈঠকে মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ সংক্রান্ত বিষয়ে খুটিনাটি তথ্য মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যপালের কাছে তুলে ধরেছেন। বিজেপি সূত্রে দাবি, মন্ত্রিসভার সম্প্রসারণ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে নতুন মন্ত্রিদের নামের তালিকা ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসায় টমটম চালককে মারধর ঘিরে তীব্র উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। ধলাই জেলার আমবাসায় এক টমটম চালককে মারধর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।ঘটনার প্রতিবাদে টমটম চালকরা আমবাসা রেল ওভার ব্রিজের কাছে আমবাসা কমলপুর সড়ক অবরোধ করেন। অবরোধের ফলে আমবাসা কমলপুর সড়কে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়ে। বেশ কিছুক্ষণ যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ায় যাত্রী দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে।

অবরোধের খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে এবং অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার আশ্বাস দেওয়া হয়। অবরোধকারীর টমটম চালকরা জানিয়েছে চার-পাঁচজন অটোরিস্কা রিস্কা চালক মিলে টমটম কে আটক করে চালককে মারধর করেছে। তাতে টমটম চালক বিশ্বজিৎ দেবনাথ গুরুতরভাবে আহত হয়। আহত টমটম চালককে কুলাই জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে চার নেশা ব্যপারীর পুলিশ রিমান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। খোয়াই থানা এলাকা থেকে আটক ৪ নেশা কারবারিকে তিন দিনের পুলিশ রিমান্ডে শেষে আদালতে তোলা হলে আদালত থেকে তাদেরকে ১৪ দিনের জেলহাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়। খোয়াই থানার পুলিশ গত ১৭ ফেব্রুয়ারি কাঠালতলি এলাকার কৃষ্ণ মালাকারের বাড়িতে হানা দিয়ে সামগ্রী উদ্ধার করেছিল। বাড়ির মালিক কৃষ্ণ মালাকারকে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ আরো তিন নেশা কারবারির নামধাম উদ্ধার করেন। সে অনুযায়ী আরো তিন নেশা কারবারিকে জালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে শিবির পরিবর্তনের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই রাজনীতির নতুন সমীকরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। এডিসি নির্বাচনকে ঘিরে শিবির পরিবর্তনের ২৪ ঘন্টার মধ্যেই রাজনীতির নতুন সমীকরণ সামনে এসেছে। আইপিএফটি এডিসি নির্বাচনে তিপ্রা'র হাত ধরলেও আসন রফার প্রশ্নে বিজেপির সাথে জোট সম্পর্কে টানাপোড়েন মিটতে চলেছে। ডেমেজ কন্ট্রোলে উপমুখ্যমন্ত্রী যিষ্ণু দেববর্মা আইপিএফটি নেতৃত্বের সাথে এডিসি নির্বাচনে আসন রফা নিয়ে একপ্রস্ত আলোচনায় তিপ্রা'র সাথে সমঝোতা ভেস্তে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতি দেখে ধারণা করা হচ্ছে তিপ্রা'র সাথে আইপিএফটির ঐতিহাসিক জোট কাগুজে বিপ্লবেই সীমাবদ্ধ রয়ে যাচ্ছে।

শনিবার সন্ধ্যায় যিষ্ণু দেববর্মার সরকারী বাসভবনে টিংকু রায় ও রামপদ জমাতিয়ার উপস্থিতিতে আইপিএফটি'র সহ সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা, কৃষ্ণকান্ত দেববর্মা এবং ব্রজলাল দেববর্মার সাথে বৈঠক হয়েছে। বৈঠকে এডিসি নির্বাচন নিয়ে একপ্রস্ত আলোচনা সেরেছেন তাঁরা। সূত্রের দাবি, আসন রফায় এদিনের বৈঠক সন্তোষজনক সম্পন্ন হয়েছে। এক্ষেত্রে পরবর্তী বৈঠকে এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে।

এদিনের বৈঠক সম্পর্কে আইপিএফটির সহ সাধারণ সম্পাদক মঙ্গল দেববর্মা বলেন, এডিসি নির্বাচনে আসন রফা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আগামী ২২ কিংবা ২৩ ফেব্রুয়ারী আরও একপ্রস্ত বৈঠক শেষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। এদিকে, আইপিএফটির সভাপতি তথা রাজস্ব মন্ত্রী এন সি দেববর্মা বলেন, বিজেপির সাথে আসন রফা নিয়ে বৈঠক চলছে। তবে, তিপ্রা'র সাথে জোটের ভবিষ্যৎ নিয়ে এখনই কোন মন্তব্য করা সম্ভব নয়। পরিস্থিতি পর্যালোচনার ভিত্তিতেই এই বিষয়ে পরবর্তী ঘোষণা দেয়া হবে।

এদিকে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে জানিয়েছেন, আইপিএফটির সাথে বিজেপির জোট বহাল রয়েছে। এডিসি নির্বাচন নিয়ে তাঁদের অন্য দলের সাথে জোট গঠনের ব্যাপারে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব বিষয়টি দেখবেন।

রাজধানী আগরতলা শহরে ফিল্মি কায়দায় যুবককে মারধর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। রাজধানী আগরতলা শহরের শকুন্তলা রুটে দিন দুপুরে মাফিয়া কায়দায় এক যুবককে মারধর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।দিন-দুপুরে রাজধানী আগরতলা শহরের শকুন্তলা রোডে মাফিয়া কায়দায় এক যুবককে মারধর করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

সংবাদ সূত্রে জানা গেছে উজান অভয়নগর এলাকার রূপঙ্কর নাথ নামে এক যুবক বাইক নিয়ে শকুন্তলা রোডে আসে।বাইকটি অপর এক যুবকের গায়ে লাগার কারণে দুই যুবক উত্তেজিত হয়ে রূপঙ্কর নাথকে রাজপথে ফেলে প্রকাশ্য দিবালোকে মারধর শুরু করে। আক্রমণকারী যুবক এক মাদক ব্যবসায়ীর পুত্র বলে জানা গেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে

ছেলের মারধরে আহত মায়ের মৃত্যু হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। খোয়াইয়ের বাসন্তী টিলাএলাকায় গুণধর পুত্রের মারধরে আহত মায়ের মৃত্যু হয়েছে জিবি হাসপাতালে। ঘটনায় আহত মৃতার স্বামী জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে।খোয়াই থানা এলাকার বাসন্তী টিলায় সরস্বতী পূজার দিন গুণধর পুত্রের আক্রমনে গুরুতরভাবে আহত হয়েছিলেন পিতা এবং মাতা।

তাদেরকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাদেরকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। জিবি হাসপাতাল তিন দন চিকিৎসাধীন থাকার পর গতকাল রাতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন অভাগিনী মা। মৃতার নাম সুমিত্রা দেবনাথ। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

২১শে ভাষা দিবস, আজ আগরতলা স্থলবন্দরে বন্ধ থাকবে আমদানি-রফতানি

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আগামীকাল রবিবার আখাউড়া স্থলবন্দরে আমদানি-রফতানি বন্ধ থাকবে। তবে দুই দেশের পাসপোর্টধারী যাত্রীদের যাতায়াতে কোনও সমস্যা হবে না।

শনিবার আখাউড়া স্থলবন্দরের আমদানি-রফতানিকারক সংস্থার সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম এবং ব্যবসায়ী রাজীব উদ্দিন ভুইয়াঁ জানিয়েছেন, রবিবার একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তজার্তিক মাতৃভাষা দিবস। তাই সেদিন সকাল থেকে আমদানি-রফতানি কার্যক্রম বন্ধ থাকার বিষয়টি ভারতীয় ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ সহ সংশ্লিষ্টদের চিঠির মাধ্যমে আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকাল থেকে মাছ রফতানির মধ্য দিয়ে সবধরনের বাণিজ্য যথারীতি স্বাভাবিক হবে। আখাউড়া স্থলবন্দর ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ইনচার্জ আব্দুল হামিদ জানান, আমদানি-রফতানি বাণিজ্য বন্ধ থাকলেও পাসপোর্টধারী যাত্রী পারাপার স্বাভাবিক থাকবে।

আগরতলা ল্যান্ড পোর্টের ম্যানেজার দেবাশিস নন্দি জানিয়েছেন, ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় ছুটি পালিত হয়। স্বাভাবিকভাবে, ওইদিন ওপারে সমস্ত ব্যবসায়িক কার্যক্রম বন্ধ থাকে। ফলে, এপার থেকেও কোনও কিছুই পাঠানোর সুযোগ থাকে না। তাঁর কথায়, আমদানি-রফতানি বাণিজ্য আগামীকাল বন্ধ থাকলেও স্থলবন্দর খোলা থাকবে। তেমনি, ইমিগ্রেশনও খোলা থাকবে। ফলে, যাত্রীদের যাতায়াতে কোনও সমস্যা হবে না।

দু'দিনে শুধু ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজেই ৩১ জন করোনা-আক্রান্তের মিলল সন্ধান

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। বেশ কিছুদিন স্বস্তিতে কেটেছিল। ফের করোনা-র আতঙ্কে সম্ভবত অনেকেরই রাতের ঘুম উবে গেছে। এবার মনে হচ্ছে হাপানিয়াস্থিত ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে করোনা-র আতুরঘর হিসেবে পরিচিতি পেতে চলেছে। কারণ গত দুদিনে ওই হাসপাতালে ৩১ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। তাঁদের মধ্যে ২৮ জন স্বাস্থ্যকর্মী এবং তিনজন সাধারণ নাগরিক।

মেডিক্যাল সুপার ডা. অরিন্দম দত্ত জানিয়েছেন, বেশ কয়েকটা করোনা-র তেমন উপদ্রব চোখে পড়েনি। মাঝে মধ্যে দু-এক জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গেছে ঠিকই, কিন্তু একসাথে ৩১ জনের করোনা সংক্রমিতের ঘটনায় ভীষণ চিন্তাজনক বলেই তিনি দাবি করেন। তিনি জানান, চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী মিলিয়ে গত দুদিনে ২৮ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ মিলেছে। এছাড়া, তিন রোগীর দেহেও করোনা-র সংক্রমণ পাওয়া গেছে। তাঁদের মধ্যে একজন গর্ভবতী মহিলা রয়েছেন। ডা. অরিন্দমের

কথায়, করোনা-আক্রান্তের সন্ধান ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড আরও বড় ভাওতাবাজি জনগণ ঠিক বুঝতে পারবেন ঃ বামফ্রন্ট

আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.)।। বিধানসভা নির্বাচনে তিপ্রাল্যান্ডের প্রতিশ্রুতি ভাওতাবাজি ছিল, জনগণ আজ হাঁড়ে হাঁড়ে বুঝতে পেরেছেন। এখন গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড আরও বড় ভাওতাবাজি হবে তা-ও জনগণ বুঝতে পারবেন। শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে আইপিএফটি ও তিপ্রা-র জোট গঠনকে এভাবেই বিঁধেছেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিজন ধর। তাঁর কটাক্ষ, পরিস্থিতি যা ঠেকেছে, কে কাকে নাচাচ্ছে দেখতে হবে।

এডিসি নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ডাকে বৈঠক করেছেন বামফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ। ত্রিপুরায় গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার এবং সুষ্ঠু নির্বাচনি পরিবেশ ফিরিয়ে আনার দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। বিজনবাবু বলেন, আমরা বরাবরই জাতি-জনজাতির মধ্যে ঐক্যের পক্ষে সওয়াল করেছি। ত্রিপুরায় শান্তি, সম্প্রীতি বজায় থাকুক চেয়েছি। কিন্তু ২০১৮ সালে বিধানসভা নির্বাচনে জনগণ মোহগ্রস্ত হয়ে সরকার পরিবর্তন করেছেন। আজ সেই ভুল বুঝতে পারছেন।

তাঁর কটাক্ষ, এতদিন তিপ্রাল্যান্ডের দাবি ত্রিপুরায় সীমিত ছিল। কিন্ত এখন চাকলা রোশনাবাদ পর্যন্ত সেই দাবি ছড়িয়ে যেতে চাইছে। তাতে, কে কাকে নাচাচ্ছে দেখতে হবে। তাঁর দাবি, বিজেপি-আইপিএফটি জোট ক্ষয় হচ্ছে। তাই, পাহাড়ের ভোটে আরও মঞ্চ তৈরি হোক তাঁরা চাইছেন। কিন্তু বিধানসভা নির্বাচনে তিপ্রাল্যান্ডের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভাওতাবাজি মানুষ এখন বুঝে গেছেন। গ্রেটার তিপ্রাল্যান্ড আরও বড় ভাওতাবাজি হবে, তা-ও জনগণ বুঝতে পারবেন, দাবি করেন বিজন ধর।

আঠারমুড়ায় লরি উল্টে গিয়ে যান চলাচল বিঘ্নিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে পথদুর্ঘটনা নিত্যদিনের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।শনিবার সকালে ও আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে মুঙ্গিয়াকামি থানা এলাকার ৪৪ মাইলে দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে আঠারমুড়া এলাকায় ৪৪ মাইলে শনিবার সকালে একটি পাথর বোঝাই গাড়ি বিপরীত দিক থেকে আসা একটি লরিকে ধাক্কা দেয়। মূল সড়কের উপর আটকে পড়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি দুটি। জাতীয় সড়ক বন্ধ হয়ে পড়ায় সকাল থেকেই দুর্ঘটনাস্থলে দুপাশে প্রচুর সংখ্যক যানবাহন আটকে পড়ে। তাতে দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করে। ঘটনার খবর পেয়ে মুঙ্গিয়াকামি থানা থেকে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। দুর্ঘটনা গ্রস্ত গাড়ির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যের পুর সংস্থাগুলির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত, মোট ভোটার রয়েছেন ৫,৯৪,৮২০

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যের বিভিন্ন পুর সংস্থাগুলির চূড়ান্ত ভোটার তালিকা আজ প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী এই সংস্থাগুলির মোট ভোটার রয়েছেন ৫,৯৪,৮২০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার রয়েছেন ২,৯৩,৯৫২ জন। মহিলা ভোটার রয়েছেন ৩,০০,৮৫২ জন। অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ১৬ জন। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সচিব আজ এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা অনুযায়ী আগরতলা পুর নিগমে মোট ভোটার রয়েছেন ৩,৪৫,২৩৯ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১,৭০,৪৬৭ জন। মহিলা ভোটার রয়েছেন ১,৭৪,৭৫৮ জন। অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ১৪ জন। কৈলাসহর পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১৭,০৮১ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৮,১৯৫ জন। মহিলা ভোটার রয়েছেন ৮,৮৮৬ জন। কুমারঘাট পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১০,২০৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,৯৪৫ জন এবং মহিলা ভোটার ৫,২৬৩ জন। ধর্মনগর পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ৩০,৭১৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১৫,১৫৪ জন এবং মহিলা ভোটার ১৫,৫৬১ জন। পানিসাগর নগর প'য়েতে মোট ভোটার রয়েছেন ৫,৭৯০ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২,৮৪৯ জন এবং মহিলা ভোটার ২,৯৪১ জন। আমবাসা পুর পরিষদে মোট ভোটার ১১,০০৭ জন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে মহিলার স্তন ক্যান্সারের সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। আগরতলা রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টারে রাজ্যের ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের উন্নতমানের চিকিৎসা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। গত ১৯ ফেবয়ারি রিজিওন্যাল ক্যান্সার সেন্টার এর খ্যাতনামা চিকিৎসকরা আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ ও জিবিপি হাসপাতালে এক মহিলার স্তন ক্যান্সারের সফল অেৌপচার করেছেন।

এই অেৌপচারে অংশগ্রহণ করেছেন অঙ্কোসার্জন ডাঃ এ কে গুপ্তা ও ডাঃ পি আর সিং। সঙ্গে ছিলেন পি জি স্টুডেন্ট ডাঃ সৌরভ লোধ ও ডাঃ আশীষ আনন্দ। অ্যানেসথসিস্ট ছিলেন ডাঃ মৃণাল দেববর্মা। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

এদিকে, আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ অ্যাণ্ড জিবিপি হাসপাতালে বিভিন্ন ধরনের পরিষেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। গত এক সপ্তাহে (৭ ফেবয়ারি থেকে ১৩ ফেবয়ারি ২০২১ পর্যন্ত) বিভিন্ন বিভাগের বহির্বিভাগে চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন মোট ৪০৫৪ জন রোগী। তার মধ্যে নতুন রোগী ২৫৭৭ জন, পুরানো রোগী ১৪৭৭ জন। অন্তর্বিভাগে মোট ৫৮৫০ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন, তার মধ্যে ভর্তি থাকা রোগী ১০৮৭ জন এবং পুরানো রোগী ৪৭৬৩ জন। এই এক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৩২ ▫ ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২১ ইং ▫ ৮ ফাল্গুন ▫ রবিবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ জরুরি

নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধি দেশের গরীব মধ্যবিত্ত মানুষের গলার কাঁটা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। করোণা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে গরীব মধ্যবিত্ত বা দেশের আর্থিক আয়-উপার্জন যখন তলানীতে ঠিক সেই সময়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পরিস্থিতিকে আরো জটিল করিয়া তুলিয়াছে।এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি হইতে ও দেশবাসীকে রক্ষা করিতে সরকারকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিতে হইবে।এক্ষেত্রে সরকার যে ভূমিকা পালন করবার কথা সেই ভূমিকা সরকার সঠিকভাবে পালন করিতেছে না। তাতে সমস্যা দিনের-পর-দিন বাড়িতেছে।কোনও রাখঢাক নাই। করোনাকালে সাধারণ মানুষকে আর্থিক সুবিধা দেওয়ার নামে কেন্দ্রীয় সরকার ও রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গুচ্ছ গুচ্ছ ঘোষণা করিলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যসামগ্রীর দাম যে ক্রমশ ধরাছোঁয়ার বাইরে চলিয়া গিয়াছে তাহা প্রকারান্তরে মানিয়ে নিয়াছে দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক। অদূর ভবিষ্যতেও যে এর থেকে গরিব মধ্যবিত্তের মুক্তি নেই তা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। মার্চ মাসে করোনার প্রভাব পড়িতে শুরু হওয়ার পর থেকেই গোটা দেশের অর্থনীতির চাকা প্রায় থমকিয়া গিয়াছে। এই সময়ে কলকারখানা বন্ধ থাকায় উৎপাদন ব্যাহত হইয়াছে। রেল পরিষেবা বন্ধ থাকায় চাহিদা অনুযায়ী জোগানে ঘাটতি দেখা দিয়াছে। আবার কাজ হারাইয়া দেশের বহু মানুষ পথে বসিয়াছেন। বহু সংস্থায় বেতন কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থনীতির সাধারণ নিয়মে এর ফলে জিনিসের দাম বাড়িয়াছে। এবং বহু মানুষ ক্রয় ক্ষমতা হারাইয়াছেন। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো দফায় দফায় পেট্রপণ্যের দামবৃদ্ধি, তা নিয়ে কেন্দ্রের নীরব থাকা এবং নাভিশ্বাস ওঠা ক্ষুদ্র ও কুঠির শিল্পের অবস্থা পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছে। বাজারে সব্জি সহ নিত্যপণ্যের দাম নিয়ন্ত্রণে না রাখিতে ব্যর্থ হইয়াছে সরকার ও প্রশাসন। করোনার কারণে এমন পরিস্থিতি যে হইতে পারে তা আন্দাজ করিয়াই মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে কিছু জরুরি ও কঠিন পদক্ষেপ নিতে পারিত কেন্দ্র। খোলা বাজারে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম বাঁধিয়া দেওয়ার মতো পদক্ষেপ করিলে মানুষ দু'বেলা খাইয়া বাঁচিত। কিন্তু সেই ভাবনা নেই।

সত্যিই এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলিতেছে গোটা দেশ। প্রধানমন্ত্রী মোদির সুদিনের স্বপ্ন দেখানোর দিনও বোধহয় শেষ। শাক দিয়ে মাছ ঢাকা যায় না। সব্জি, শস্য খাদ্যপণ্যের দাম যে হারে বাড়িতেছে তাহা মানুষের দুশ্চিন্তা আরও বাড়াইতেছে। মূল্যবৃদ্ধিরোধ করার কোনও উদ্যোগ দেখা যাইতেছে না। শুধু করোনা পরিস্থিতিকে দায়ী করিলে ভুল হইবে। অপরিকল্পিত নীতিই এরজন্য দায়ী। যখন তেলের দাম কমিয়াছে তখনও কিন্তু ভারতে জ্বালানি তেলের দাম বারবার বাড়িয়াছে। যাহা মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ। এতে করে সরকারের আয় বাড়ানোর উদ্দেশ্যসিদ্ধি হইলেও হইতে পারে, কিন্তু হাঁড়ি হাল হইয়াছে আমজনতার। কেন্দ্র অর্থনীতির চাকা ঘোরার কথা বলিলেও জিডিপি বৃদ্ধির হারে তার প্রভাব যে পড়েনি তা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্যেই পরিষ্কার। মূল্যবৃদ্ধি কমিবার ব্যাপারে কোনও আশার কথা শোনায়নি দেশের শীর্ষ ব্যাঙ্ক। যা দুশ্চিন্তা আরও বাড়াইতেছে। যদিও আর্থিক বছরের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিকের পর মুদ্রাস্ফীতির হারে হয়তো লাগাম পড়িবে বলিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আশাবাদী। জিনিসপত্রের দাম বাড়িছে, মানুষ দুর্ভোগে পড়িছে, অথচ দেশের সরকারের কোনওরকম হেলদোল নেই। মূল্যবৃদ্ধিরোধে কেন্দ্র কার্যত দিশাহীন হইয়া পড়িয়াছে। উদ্ভুত পরিস্থিতিতে ঘুড়িয়া দাঁড়াইবার জন্য অবিলম্বে মূল্যবৃদ্ধিরোধে নজর দিতে হইবে কেন্দ্রকে। আর মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বাড়াইতে নগদের জোগানও বাড়ানো দরকার।

এমন পরিস্থিতি একদিনে তৈরি হয়নি। আনলকপর্বে কৃষি ও গ্রামীণ এলাকায় শিল্পোৎপাদনের হার বাড়িলেও এবং ক্ষুদ্র মাঝারি শিল্পকে আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া হইলেও ঘুরিয়া দাঁড়াইবার মতো পরিস্থিতি যে এখনও তৈরি হয়নি তা শীর্ষ ব্যাঙ্কের ঋণ কাঠামোয় আনা পরিবর্তন থেকেই স্পষ্ট হইয়াছে। যদিও অর্থনীতি চাঙ্গা করার চেষ্টা হইতেছে। কিন্তু রিজার্ভ ব্যাঙ্কও মূল্যবৃদ্ধিরোধ করা কীভাবে সম্ভব হইবে তাহার কোনও দিশা দেখাইতে পারিতেছেনা। তাই একথা বলাই যায়, সাধারণ মানুষের দুশ্চিন্তা আরও বাড়িল বই কমিল না। মানুষের এই দুর্দিনে অন্তত মূল্যবৃদ্ধিতে লাগাম টানুক দেশের সরকার। সুদিন ফিরাইতে না পারিলেও মানুষের দুর্দিনে মূল্যবৃদ্ধিরোধ করিয়া অন্তত সহায়ক ভূমিকা পালন করুক কেন্দ্র। দেশের মানুষের স্বার্থ সুরক্ষায় সরকার এই ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করিলে জনগণের নাভিশ্বাস উঠিবে।উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় সরকারকে তাহার নিজস্ব দায়িত্ব পালন করা জরুরি। সরকার সঠিক দায়িত্ব পালন করিলেই দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা সুগম হইবার পথ প্রশস্ত হইবে।

মাতৃভাষা হারিয়ে গেলে জাতি গোলাম হয়ে যাবে

দুলাল ঘোষ

মানুষের মুখের ভাষা ও তার চেহারায় প্রমাণ করে দেয় যে তারা কোন জনগোষ্ঠীর লোক। ভাষা হল যোগাযোগ মাধ্যমের অন্যতম হাতিয়ার। যে জাতির ভাষা হারিয়ে যায় সেই জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকার। সেই জাতি হয় অন্য জাতির গোলাম। ভাষাগত শোষণ জাতিকে করে তুলে পরাধীন। পরাধীন ভারতে বাংলা ভাষা সাহিত্য সংস্কৃতি বিশ্বের কাছে ছিল সমৃদ্ধশালী। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথঠাকুর এশিয়া মহাদেশে সাহিত্যে প্রথম নোর্বেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বকবিতে পরিচিত হল। বাংলার সাহিত্য সংস্কৃতি বাংলার বিপ্লবীদের ব্রিটিশ শাসনের শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে শেখায়। কাজী নজরুলের বিদ্রোহী কবিতা, চারণ কবির স্বদেশী গান, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশাত্মবোধক গানে বিপ্লবীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশী আন্দোলনে অনুপ্রেরনা পায়। বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন উপন্যাশ, বিবেকানন্দের লেখা যুবকদের মনে দেশে প্রেমে আত্মত্যাগ করতে শেখায়। কিন্তু দেশভাগের ফলে ভারতে ভাষাকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন বিরোধ দেখা দেয় কোন ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হবে। কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করতে চাইলে দক্ষিণ ভারত থেকেই প্রথম বিরোধের সূত্রপাত হয়। কারণ ভারতে ১৬৫২ টি মাতৃভাষা আছে। তারমধ্যে শুধু হিন্দিকে রাষ্ট্রীয় ভাষা হিসেবে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। আর হিন্দি কোন জনগোষ্ঠীর ভাষাও ছিল না ভারতে। নেহেরুজী ভারতে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের ক্ষেত্রেও জটিলতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত সংবিধানের অষ্টম তপশিলে ২২টি আঞ্চলিক ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে ভাষা ভিত্তিক রাজ্য গঠনের সূত্রপাত হয়। হিন্দিকেও আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে মেনে নেওয়া হয়। ১৯৬৪ সালের দিকে নেহেরু সরকার হিন্দিকে আবার রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চাইলে দেশব্যাপী চরম আন্দোলন শুরু হলে সরকার তা প্রত্যাখান করতে বাধ্য হয়। তাই ভারতের কোন রাষ্ট্র ভাষা নেই। অপরদিকে পূর্বপাকিস্তানেও পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার পূর্বপাকিস্তানে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে চাইলে পূর্বপাকিস্তানের বাঙালিরা তা মেনে নিতে পারেনি। দেশভাগের ফলে বাংলা ভাগ হলে সেখানকার ৯৪ শতাংশ লোকের ভাষা ছিল বাংলা। তাই ধর্মের ভিত্তিতে দেশভাগ করতে চাইলে বাংলার মন্ত্রী সোহারাওয়াদি আবুল হাশিম ও নেতাজির ভ্রাতা শরৎচন্দ্র বসু বাংলা ভাগ না করে অখণ্ড বঙ্গদেশ গঠনের হিন্দি ও উর্দুবাদী মুসলীমদের কারণে দেশভাগ হয়ে যায়। পশ্চিম ও পূর্বপাকিস্তান সৃষ্টির পর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকেরা বাংলারপরিবর্তে সিভিল সার্ভির্স পরীক্ষায় উর্দু চাপিয়ে দিলে সর্বত্র আন্দোলন শুরু হয়। রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ পূর্ব পাকিস্তানে হরতাল ডাকে। সারা দেশে স্বত-স্ফূর্ত বন্‌ধ পালিত হয়। এরপরেও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনীরেল মহম্মদ আলী ঢাকা সফরে এসে রমনা রেসকোর্স ময়দানে লাখ লাখ লোকের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন। Urdu and only urdu shall be the state language of pakistan আর তখন থেকেই পূর্বপাকিস্তানে বাংলা ভাষাকে স্বীকৃতি দানের জন্য সর্বত্র আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৫২ সালের দিকে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা শ্লোগান তুলে, ওরা আমার মায়ের ভাষা কাইড়ানিত চায়। যেই ভাষায় কথা কইত আমার বাপ ঠাকুরদাদার এরপর রাষ্ট্রভাষা কর্ম পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতালের ডাক দিলে সরকার ১৪৪ ধারা জারী করে হরতালকে বানচাল করার চেষ্টা করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাত্রীরা শহিদ মিনারের সামনে বাংলা ভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু করলে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ও গুলি বর্ষণ করলে আব্দুল জবর রফিক উদ্দিন, সালাম, বরকত মারা যায়। এ খবর শহরে ছড়িয়ে পড়ামাত্র হাজার হাজার মানুষ অফিস আদালত ত্যাগ করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে সমবেত হল। সকলের মুখে শ্লোগান উঠে রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই, ছাত্র হত্যার বিচার চাই নরুল আমিনের ফাঁসি চাই। অপরদিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি বাঙালিদের মনে উদ্দিপনা সৃষ্টি করে। শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষার দাবিকে কেন্দ্র করে বিশ্বের ইতিহাসে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়। আর তাই রাষ্ট্র সংঘ ২১ শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

পূর্বপাকিস্তানের দাবিতে মর্যাদাকে রক্ষা করতে পারলেও ভারতের বাঙালিদের ভাষা সংস্কৃতি শিক্ষা আজ বিপন্নের পথে। ভূমিপুত্র বাঙালিরা বলে বাংলাটা সে আমার ছেলের আসে না। বাংলা ভীষণ কঠিন এই সব অজুহাত তুলে বাংলা ভাষাকে সংকটে ফেলে দিয়েছে। স্বাধীনতার পর থেকেই ভারতের শাসকেরা বাঙালি জাতির জাতিসত্ত্বা ভাষা সংস্কৃতি ধ্বংস করার এক সুগভীর প্রয়াস চলছে। আর তারই শ্রোতে বাঙালিরা গাঁ ভাসিয়ে চলেছে। দেশভাগের পর ভাষাগত রাজ্যে গঠন শুরু হলে স্বাভাবিক ভাবেই পূর্বপাকিস্তানের হিন্দু বাঙালিরা ভেবেছিল তাদের ঠাঁই হবে পশ্চিম বঙ্গে। কিন্তু নেহেরুজী ক্ষমতার মসনদে বসার জন্য দেশভাগকে মেনে নিলেন। দেশভাগের কারণে উদ্বাস্তু বাঙালিদের পরিশ্চমবঙ্গে ঠাঁই না দিয়ে দণ্ডকারণ্যে, কালাপানি ওড়িষ্যার গভীর জঙ্গলে, বর্তমান উত্তরাখণ্ডের পর্বত সংকুল এলাকা, মহারাষ্ট্রে দার্জিলিং, উধসসিং নগর জব্বল পুর এলাকায় পাঠিয়ে তাদের মাতৃভাষায় পড়াশুনার সুযোগ কেড়ে নেয়। আবার বাংলার শিল্পাঞ্চল কেটে বিহারের সংঙ্গে সংযুক্ত করে (বর্তমান ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়) দিলে সেখানকার বাঙালিরাও তাদের নিজ মাতৃভাষা ভুলে গেছে। হিন্দি ভাষার চামচাগিরি করে কোনরকমে আদিবাসীদের মত জীবন যাপন করে বেঁচে আছে। আবার আসাম সরকার স্বাধীনতার পর অভিভক্ত বাংলার অংশ অসমের সাথে জুড়ে দিয়ে এককোটি বাঙালির ভাষা কেড়ে নেওয়ার জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী গোপীনাথ বরদলুই ঘোষণা করেন যে Assam now belongs of the Asssamese এই নিয়ে বৃহত্তর আসামে অসন্তোষ দাঁনা বাঁধে। এই নিয়ে খাসিয়ারা, মিজোরা, নাগারা অসন্তষ্টি প্রকাশ করে। আবার বরাকের বাঙালিরা ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ শে মে শিলচরে বাংলাভাষার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। আসাম সরকারের নিদের্শে আসাম পুলিশ অমানবিক ভাবে ১১ জনকে হত্যা করে। শেষ পর্যন্ত অসম সরকার বরাক ভাষীর লোকেদের জন্য বাংলা ভাষার দাবিকে মেনে নিতে বাধ্য হয়। আর সেদিন থেকে ষাট দশক পেরিয়ে আজ বাংলাভাষা অবলুপ্তির পথে। কারণ সরকার বাংলা ভাষীদের সরকারি চাকুরি দেয় না বার বার বিভিন্ন কৌশলে বাংলা ভাষীরা হিন্দি ভাবা বেগে অসমীয়দের সাথে মিলেমিশে বেঁচে থাকবে। আর আপরদিকে মিজোরা, নাগারা, খাসিয়ারা যার যার জন্য আলাদা রাজ্যের সৃষ্টি করে নেয়। আর সহনশীল বাঙালিরা এন আর সি-র নামে। আসাম সরকারের বিমাতৃসুলভ আচরণে আজ ডিটেনশান ক্যাম্প বন্দীর জীবন কাঁটাতে হচ্ছে। আর বাকীদের ভাগ্যে কালো মেঘের অন্ধকার নেমে আসছে ধীরে ধীরে। আর পশ্চিমবঙ্গে অঘোষিত বাঙালিদের রাজ্য হলেও কংগ্রেসের শাসনকাল ছিল দিল্লির নির্দেশে চলা একটি রাজ্যে। নেহেরুর সরকার চাইনি উদ্বাস্তু বাঙালিদের ঠাঁই মিলে নি। বরং অবাঙালিদের ঠেলে দিতে থাকে অতি সুকৌশলে।

এরপর জরুরি অবস্থার পর বামেরা ক্ষমতায় আসার আগে উদ্বাস্তু বাঙালিদের জন্য হৃদয় দরদী ভাষণ দিয়ে তাঁদের পশ্চিমবঙ্গে পুর্নবাসন দেবে আশ্বাস দেয়। কিন্তু তারা ক্ষমতায় আসার পর কয়েক হাজার উদ্বাস্তু মরিঝাঁপিতে আশ্রয় নিলে এবং ঐ স্থানের নাম নেতাজি নগর নাম রাখলে যারা এক সময় নেতাজিকে তেজোর কুকুর বলে অপমান করেছিল তারা তাই নেতানগরের (মরিচঝাঁপির) নিরীহ উদ্বাস্তু বাঙালিদের হত্যা করে বুঝিয়ে দিল বাঙালিদের ঠাঁই এখানে নয়। যে নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল তা হিটলারের ইহুদি নিধনের মতই নিষ্ঠুরতা ছিল । এর দীর্ঘ ৩৪ বৎসরের শাসনে পশ্চিমবঙ্গ চলে গেছে অবাঙালিদের দখলে। তাই আজ পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা নিজের মাতৃভাষাকে ভুলে হিন্দিতেই কথা বলতে ভালবাসে। নিজেকে আজকাল বাঙালি বলে পরিচয় দিতেও দ্বিধাবোধ করে। আর আজ নিজ রাজ্যে অবাঙালিদের গোলামী করে দিন কাটাচ্ছে। সেই বাঙালি জাতি পরাধীন ভারতবর্ষে জ্ঞানে গরিমায় সাহিত্য সংস্কৃতিতে বিজ্ঞানে, শিল্পে, ব্যাবসায় অগ্রণী ভূমিকা ছিল। সেই বাঙালিজাতি আজ অস্তিত্ব সংকটে রাজনৈতিকর নেতাদের প্রতি হিংসার কারণে। অপরদিকে ত্রিপুরার বাঙালিরা ও পিছিয়ে নেয় সি বি এস ই কোর্সে পড়ার নামে এবং বিগত বাম আমলে একাদশ দ্বাদশ শ্রেণিতে বাংলাকে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে বাংলাভাষার উপর আঘাত আনে। তাছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার হিন্দি ছাপিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগীতার মূলক পরীক্ষায় বাংলাকে বাদ দেওয়ার বার বার অপচেষ্টা করে যাচ্ছে। এমনকি নয়া শিক্ষা আইনে বাংলাকে ধ্রুপদী ভাষার তালিকা থেকে বাদ দিয়ে দিয়েছে। আসলে স্বাধীনতার পর থেকেই লাল, সাদা, কমলা যত সরকারই আসুক না কেন ক্ষমতায় বিভিন্ন কৌশল বাঙালি জাতির জাতিসত্ত্বাকে ধ্বংস করার ঘৃণা ষড়যন্ত্র চলছে। স্বার্থলোভী নেতা মন্ত্রীরা সবকিছু বুঝে শুনেও বাঙালি হয়ে ও বাঙালী জাতির ভাষা সংস্কৃতিকে জাতিকে বিভিন্ন আক্রমণেণ হাত থেকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসেনি। যার পরিণাম বাঙালি জাতির মত একটি উন্নত জাতি আজ দিশেহারা সর্বাদিকে। যদি দেশভাগ না হত হয়তো বাংলা হত ভারতের রাষ্ট্র ভাষা। হিন্দি ছিল ইংরেজ আমলের শোষকের ভাষা। কারণ হিন্দি ভারতের কোন জনগোষ্ঠীর ভাষা নয়। আজ বিহারীদেরমত একটি উন্নত জাতি যাদের নিজেস্ব ভাষা ছিল ভোজপুরী, মৈথিলী, অঙ্গিকা, প্রাচীন ভাষা সংস্কৃত সব হারিয়ে গেছে অবহেলীয়। অনাদারে তাদের সাহিত্যিকরা আজ হারিয়ে গেছে। আর যেয জাতি তার ভাষা হারিয়ে ফেলে যে হয়ে যায় অন্যের গোলাম। শ্রমিকে পরিণত হয়। আজ বিহারের একটা অংশের লোক আজ সারাভারেতে শ্রমিকের যোগান দিচ্ছে। ঝাড়খণ্ডের ছত্তিশগড়ের বাঙালিরা যেমন আজ নিজেদের পরিচয় ভুলে গেছে। অথচ বিদেশের কয়েকটি দেশে বাংলা ভাষাকে সরকারি ভাষার মর্যাদা দিলেও ভারতের বাঙালিদের। আর এখন যদি হুঁশ না ফিরে এই ভাষার বর্ণ নিয়ে শব্দভাণ্ডার নিয়ে সৃষ্টি ভাষাভাষীর লোকেরা বুক ফুলিয়ে হাটলেও অতি চালাকে বাঙালি নিজের স্বচক্ষেই নিজের ধ্বংসলীলা দেখতে শুরু করেছে। বুদ্ধিজীবী বাঙালিরা ফাইভ জিবির ঠেলায় ঘরে দমবন্ধ অবস্থায় আছে। তাই পরিশেষে বলিছ একবার নিজের জাতির অস্থিত্বের জন্য জেগে উঠুন।

বিজয় দিবসেই ঢাকায় শুরু হচ্ছে মেট্রো পরিষেবা

ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আগামী ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস থেকে বাংলাদেশে চালু হবে মেট্রো রেল পরিষেবা। রাজধানী ঢাকার উত্তরা মেট্রো রেল ডিপো পরিদর্শন করে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম এ মান্নান জানান, বিজয় দিবসে স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে চলতি বছরেই রাজধানী ঢাকার আগারগাঁও থেকে উত্তরা রুটে মেট্রো রেল চলাচল করবে।

আগারগাঁও থেকে উত্তরা পর্যন্ত অংশের মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ১২ কিলোমিটার। এই পথে স্টেশন রয়েছে মোট নয়টি। এই রুটে চলতি বছরে মহান বিজয় দিবসে মেট্রো রেল চলবে। এই বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, "আমরা আশা করছি মহান বিজয় দিবসে আগারগাঁও থেকে উত্তরা রুটে মেট্রোরেল চালু করতে পারব। আমাদের দেশীয় ও বিদেশি বিশেষজ্ঞরা অপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছেন। করোনার মধ্যেও সবাই কাজ করে যাচ্ছেন।" সূত্রের খবর, সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত প্রতি ঘণ্টায় মেট্রোয় ৬০ হাজার মানুষ যাতায়াত করবে। প্রতিদিন মেট্রো রেল ব্যবহারকারী মোট যাত্রীর পরিমাণ দাঁড়াবে অন্তত ৯ লক্ষ ৬০ হাজার। হিন্দুস্থান সমাচার

ভারতে ২১ কোটির ঊর্ধে করোনা টেস্ট, সক্রিয় রোগী ১.৩০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতের ২১ কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। শেষ ২৪ ঘন্টায় ৭.৮৬-লক্ষের বেশি মানুষের করোনা-পরীক্ষা করার পর ভারতে ২১.০২-কোটির ঊর্ধে পৌঁছে গেল করোনা-টেস্টের সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৯ ফেব্রুয়ারি সারা দিনে ভারতে ৭,৮৬,৬১৮টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ২১,০২, ৬১,৪৮০-এ পৌঁছে গেল।

সুস্থতা বাড়লেও, ভারতে শেষ ২৪ ঘন্টায় অনেকটাই বেড়েছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা। শুক্রবার সারা দিনে সুস্থতার থেকে আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে সুস্থ হয়েছেন ১০,৩০৭ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১,৫৬,২১২ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.৪২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ১০১ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ১, ০৬,৭৮,০৪৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা অনেকটাই বেড়েছে, এই মুহূর্তে ভারতে মোট ১,৪৩,১২৭ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন, বিগত ২৪ ঘন্টায় বেড়েছে ৩,৫৮৫ জন (১.৩০ শতাংশ)।

তাহলে কাশ্মীর থেকে বইতে শুরু করেছে মনোরম বাতাস

আর কে সিনহা

দীর্ঘ সময়ের পর জম্মু-কাশ্মীরের মনোরম বাতাস বইছে। সমগ্র দেশ তা উপভোগ করছে। কাশ্মীরে মারামারি ও হিংসার দিন শেষ হচ্ছে। ভারত-বিরোধী নেতা ও শক্তি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে। কাশ্মীরের জনগণ এখন ভালোভাবেই বুঝতে পারছেন দেশের শত্রুরা কীভাবে তাঁদের সর্বনাশ করেছে। কাশ্মীরে ৪ জি ইন্টারনেট পরিষেবা পুনরায় শুরু হয়েছে। আপনারা তো জানেনই, সুরক্ষা সংক্রান্ত কারণে ২০১৯ সালের আগস্ট মাস থেকে ইন্টারনেট পরিষেবা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। উপত্যকায় ৪ জি ইন্টারনেট পরিষেবা চালু হওয়ায় মানুষজন ভীষণ খুশি। শ্রীনগরের বাসিন্দা আমার কয়েকজন বন্ধু বলেছেন, কাশ্মীর উপত্যকার মানুষজনের প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে ইন্টারনেট পরিষেবা চালু করায় সাধারণ মানুষ অত্যন্ত খুশি হয়েছেন। ধীরে ধীরে বন্ধ থাকা স্কুল ও কলেজও খুলতে চলেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইতিমধ্যেই জানিয়ে দিয়েছেন, উপযুক্ত সময়ে পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়া হবে জম্মু-কাশ্মীরকে। অনেক বড় আশ্বাস দিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। পুনরায় যাতে ছবির শুটিং শুরু হয় সেজন্য মনোরম পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে কাশ্মীরে। কাশ্মীরের সর্বত্রই ছবির শুটিং হতে পারে। এখানে যে কোনও ঋতুতেই শুটিং হতে পারে। সমগ্র বিশ্বের জন্য শুটিংয়ের সম্ভাবনা রয়েছে কাশ্মীরে। বলিউডের অনেক চলচ্চিত্র নির্মাতা কাশ্মীরে আসতে চাইছেন। গত ১৪ ফেব্রুয়ারি বলিউডের খ্যাতনামা সেলিব্রিটিদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন জম্মু-কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা। এই সাক্ষাতের মূল উদ্দেশ ছিল, বলিউডকে উপত্যকামুখী করে তোলা। মনোজ সিনহাজির সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তিনি কোনও দায়িত্ব পেলে মন দিয়ে নিজের কাজ করেন। তিনি অত্যন্ত অভিজ্ঞ ও সৎ রাজনীতিবিদ। ধরে নেওয়া যেতেই পারে, কাশ্মীর উপত্যকায় শীঘ্রই

চলচ্চিত্রের শুটিং শুরু হবে। সেখানে সিনেমা হলও খুলে যাবে। করোনার প্রভাব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই, কাশ্মীরের হাজার হাজার কাপড় ব্যবসায়ী কাশ্মীরি হস্তশিল্প এবং কাপড় বিক্রি করার জন্য দেশের বিভিন্ন রাজ্যে চলে গিয়েছেন। অনেকেরই বাড়ি বারামুল্লা, শ্রীনগর এবং অনন্তনাগে। যদি কখনও তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়, তাহলে কাশ্মীরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁদের একটু জিজ্ঞাসা করবেন। তাঁদের একটাই উত্তর হবে- 'সবকিছু ঠিক আছে।' কেউ কেউ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, কাশ্মীর থেকে অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপের জেরে কাপড় বিক্রেতারা দেশের অন্য কোথাও যাবেন না। কিন্তু এমনটা মোটেও হয়নি।

জম্মু-কাশ্মীরের পরিবর্তিত পরিস্থিতির জন্য বর্তমান সরকারকেই ক্রেডিট দিতে হবে। জম্মু-কাশ্মীরের সরকারের সর্বোচ্চ প্রাথমিকতা। আগে জম্মু-কাশ্মীরে তিনটি পরিবারই শাসন করছিল, এজন্য তাঁরা সর্বদা অনুচ্ছেদ ৩৭০-এর পক্ষেই থাকতেন। সম্প্রতি জম্মু-কাশ্মীরে জেলা উন্নয়ন পর্ষদের নির্বাচন হয়েছে, ৭৪ শতাংশ মানুষ ভোট দিয়েছেন। কাশ্মীরের ইতিহাসে এতটা উৎসাহপূর্ণ ভোট আগে কখনও হয়নি। ৩,৬৫০ জন সরপঞ্চ নির্বাচিত হয়েছেন, ৩৩,০০০ পঞ্চায়েত নির্বাচিত হয়েছেন। সরকার জম্মু-কাশ্মীরের পঞ্চায়েতকে অধিকার দিয়েছে, বাজেট দিয়েছে। পঞ্চায়েতকে সুদৃঢ় করেছে। প্রধানমন্ত্রী বিকাশ প্যাকেজের অধীনে ৫৮,৬২৭ কোটি টাকা ব্যায় করার ৫৪ যোজনা ছিল, তা প্রায় ২৬ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। রাষ্ট্রপতি শাসনের পর প্রায় প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ দেওয়ার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। অনুচ্ছেদ ৩৭০ বিলোপের পর জমি আইনে পরিবর্তন আনা হয়েছে।

কাশ্মীরের জনগণকে এখন তাঁদের থেকে দূরে থাকতে হবে যাঁরা তাঁদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। কাশ্মীরে কিছু কাশ্মীর সমর্থকও রয়েছে, এক্ষেত্রে কোনও সন্দেহ নেই। তারা সর্বদা পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। তাদের থেকে জনগণকে সাবধান থাকতে হবে। কাশ্মীর স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে তা দেখে পাকিস্তান এমনিতেই হতাশ। ইমরান খান বলছে, কাশ্মীরের জনগণও স্বাধীনতা পাবে। ইমরানকে কেউ একটু জিজ্ঞাসা করুন, কাশ্মীরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে নাক গলানোর অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে? যাইহোক আগামী দিনগুলি জম্মু-কাশ্মীরের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে। কাশ্মীরের চতুর্মুখী উন্নতি হওয়া উচিত। এবার জম্মু-কাশ্মীর দেশের মূলস্রোতের সঙ্গে মিশবে।

(লেখক রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আমরা বাঙালির নেতৃবৃন্দ। ছবি- নিজস্ব।

তৃণমূলে মমতা একাই সব, আমরা তো ছিলাম সবাই ল্যাম্পপোস্ট : শুভেন্দু

কোলাঘাট, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : কোলাঘাটে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রার মঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আক্রমণ করলেন শুভেন্দু অধিকারী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে শুভেন্দু বলেছেন তৃণমূলে মমতা একাই সব, আমরা তো ছিলাম সবাই ল্যাম্পপোস্ট। একজন জয় শ্রীরাম বললে রেগে যাচ্ছেন আরেকজন তোলাবাজ ভাইপো বললে রেগে যাচ্ছেন।

পাশাপাশি এদিন তৃণমূল সরকারের মা ক্যান্টিন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু। ভোটের মুখে তৃণমূল কংগ্রেসের বড়চমক ৫ টাকায় ডিম-ভাত। মা ক্যান্টিন শুরু হয়েছে শহরের ১২টি বোরো এলাকায়। ধাপে ধাপে গোটা রাজ্যেই এটা খোলা হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই উদ্যোগকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন লকডাউনের সময় চুরি করা চাল দিয়ে ৫ টাকায় ডিম-ভাত দিচ্ছেন মমতা।

শুভেন্দু আরও বলেন, 'মহিলাদের সবচেয়ে বড় সর্বনাশ করেছে এই তৃণমূল সরকার। চায়ের দোকানে ২০ টাকার পাউচ, পাড়ায় পাড়ায় মদের দোকান দিয়েছে এই সরকার।'

পিএম কিষানের প্রসঙ্গ তুলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শুভেন্দুর আক্রমণ, 'আমাদের এই রাজ্যে একা সব করব, একাই সব। আমরা তো ছিলাম সবাই ল্যাম্পপোস্ট। উনি বলতেন আর আমরা শুধু বলতাম ইয়েস ম্যাম, ইয়েস ম্যাম, হ্যাঁ দিদি, হ্যাঁ দিদি। কারও কিছু বলার সুযোগ ছিল না। আমি বলার পর আজ রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ খুলেছেন, দীনেশ ত্রিবেদী মুখ খুলেছেন।'

সভার শেষলগ্নে শুভেন্দুর প্রতিশ্রুতি, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলেই পিএম কিষান প্রকল্প চালু হবে রাজ্যে। বাংলার প্রতিটি কৃষক ১৮ হাজার টাকা করে পাবেন।' এদিন পরিবর্তন যাত্রার মঞ্চ থেকে রাজ্যে বিজেপিকে ক্ষমতায় আনার কথা বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি বসেছেন রাজ্যকে বাঁচাতে হলে ডবল ইঞ্জিন সরকার গড়তেই হবে। মোদীর হাতে বাংলাকে তুলে দিতে হবে। কৃষকরা তাহলে ১৮, ০০০ টাকা করে পাবেন। রাজ্যে কর্মসংস্থান হবে। বাংলায় বিজেপি সরকার গড়তে হবে।

বিভিন্ন দাবির ভিত্তিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষাধিকারিকের কার্যালয় ঘেরাও প্রতিবাদী কর্মসূচি করিমগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীর

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রাথমিক স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদ সৃষ্টি করা ও স্নাতক শিক্ষকদের গ্রেড পে বাড়ানো সহ বিভিন্ন দাবিতে জেলা প্রাথমিক শিক্ষাধিকারিকের কার্যালয় ঘেরাও করে প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করেছে করিমগঞ্জ জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী। শনিবার সকাল এগারোটা থেকে বেলা দুটো পর্যন্ত এই প্রতিবাদী কর্মসূচি পালন করা হয়।

এদিন বিদ্যালয়ে পাঠদান প্রক্রিয়া অব্যাজহত রেখে প্রাথমিক স্কুলের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষকরাই এই ঘেরাও কর্মসূচিতে অংশ নেন। প্রাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীর রাজ্য কর্ণধার সমিতির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শনিবার গোটা রাজ্যের এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। করিমগঞ্জে অনুষ্ঠিত আজকের ঘেরাও কর্মসূচিতে শামিল হয়ে প্রাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীর দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ বলেন, তাঁদের এই দাবি খুবই ন্যা য্যপ। সন্মিলনীর দাবিকে সম্মান জানিয়ে তাঁদের ন্যায্য দাবি পূরণে সরকারকে বিহিত ব্য বস্থা নেওয়ার আহ্বান জানান বিধায়ক কমলাক্ষ।

বিধায়কের হাতে তাঁদের দাবি সংবলিত স্মারকপত্রের একটি প্রতিলিপি তুলে দেন সন্মিলনীর জেলা সম্পাদক গৌরীশ রায়। প্রাথমিক বিদ্যাসলয়ে মধ্যা হ্ন ভোজন বন্ধ রেখে প্রথমে সন্মিলনীর আন্দোলন কর্মসূচি শুরু হয়। এতে তেমন লাভ হয়নি। যদিও সন্মিলনীর রাজ্যস কর্ণধার সমিতি ২২ তারিখ সোমবার থেকে মধ্যাজহ্ন ভোজন যথারীতি চালু করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ-কথা জানান সন্মিলনীর জেলা সম্পাদক গৌরীশ রায়।

চলতি মাসের ৭ তারিখ সন্মিলনীর রাজ্য কর্ণধার সমিতির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দুটি পর্যায়ে আন্দোলন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সন্মিলনীর রাজ্যচ সম্পাদক-প্রধান রাতুল গোস্বামীর প্রতিটি জেলা শাখার কাছে প্রেরিত পত্র অনুযায়ী চলতি মাসের ১১, ১২ এবং ১৩ তারিখ বিদ্যা লয়ে পাঠদান থেকে বিরত ছিলেন শিক্ষকরা। এই তিন দিন অসহযোগ আন্দোলন কর্মসূচি পালন করা হয়।

আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে আজ জেলা প্রাথমিক শিক্ষাধিকারিকের কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগঠিত বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে প্রাথমিক শিক্ষা আধিকারিক খয়রুল ইসলাম হাজারির হাতে একটি স্মারকপত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ওই স্মারকপত্রে সন্মিলনীর দাবিগুলো দ্রুত পূরণে ব্য বস্থা গ্রহণের আর্জি জানানো হয়েছে। স্মারকপত্রে প্রধান দুটি দাবি হলো, প্রধানশিক্ষকের পদ সৃষ্টি ও সপ্তম পে কমিশনের সুপারিশ অনযায়ী স্নাতক শিক্ষকদের ৮ হাজার ৭০০ টাকা করে গ্রেড পে প্রদান ছাড়াও ঠিকাভিত্তিক শিক্ষকদের ৫ শতাংশ ডিয়ারনেস অ্যা লাউন্স প্রদানের দাবি জানানো হয়েছে।

প্রসঙ্গত দাবি পূরণের প্রতিশ্রুতি দিয়েও সরকার প্রতিশ্রুতি রক্ষা না করায় জানুয়ারি মাসের ২২ তারিখ মুখ্য মন্ত্রীর বাসভবন ঘেরাও কর্মসূচি হাতে নিয়েছিল প্রাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীর রাজ্য কমিটি। এতে সমগ্র রাজ্যেথর কয়েক হাজার শিক্ষক অংশ নিয়েছিলেন। সন্মিলনীর তরফে জানানো হয়েছে, ২০১৯ সালের ৩০ ডিসেম্বর মুখ্যহমন্ত্রীর সঙ্গে সন্মিলনীর রাজ্য১ নেতাদের এক বৈঠক হয়েছিল। ওই বৈঠকে প্রাথমিক স্কুলের প্রধানশিক্ষকের পদ সৃষ্টি সহ স্নাতক শিক্ষকদের গ্রেড পে ৮ হাজার ৭০০ করে প্রদান করা নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। মুখ্যামন্ত্রী নাকি এ ব্যাারে পদক্ষেপ নিতে শিক্ষা ও অর্থ বিভাগকে নির্দেশও দিয়েছিলেন। এর পর পর্যায়ক্রমে পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রী এবং বতর্মান শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে সন্মিলনী বৈঠকে বসে। কিন্তু কোনও বৈঠকেই ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়নি। যার ফলে বাধ্য হয়ে রাজ্যতজুড়ে সন্মিলনী আন্দোলন কর্মসূচি পালনের সিদ্ধান্ত নেয়। আজ জেলা প্রাথমিক শিক্ষাধিকারিকের কার্যালয়ে আন্দোলন কর্মসূচি সফল ভাবে সম্পন্ন হওয়ায় শিক্ষকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্য করছেন সন্মিলনীর জেলা সম্পাদক গৌরীশ রায়। এদিনের আন্দোলন কর্মসূচিতে সন্মিলনীর জেলা সভাপতি নজমুল হুসেন চৌধুরী, সবকটি শিক্ষা ব্লকের সভাপতি ও সম্পাদক সহ অন্যূরা অংশগ্রহণ করেন।

২২ ফেব্রুয়ারি অসম ও বঙ্গ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী : পিএমও

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি, সোমবার অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অসম ও পশ্চিমবঙ্গে গিয়ে একাধিক প্রোজেক্ট জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথমে অসমের ধেমাজিতে যাবেন মোদী, তারপর ওই দিনই যাবেন পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায়। প্রধানমন্ত্রীর দফতরের পক্ষ থেকে শনিবার জানানো হয়েছে, ২২ ফেব্রুয়ারি অসম এবং পশ্চিমবঙ্গ সফরে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অসমের ধেমাজিতে আয়োজিত অনুষ্ঠান থেকে অয়েল এন্ড গ্যাস সেক্টরের গুরুত্বপূর্ণ প্রোজেক্ট দেশের জন্য উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। পরে পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলায় যাবেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে বিভিন্ন রেল প্রকল্পের শিলান্যাস এবং দেশের জন্য উৎসর্গ করবেন প্রধানমন্ত্রী। ২২ ফেব্রুয়ারি হুগলিতে প্রধানমন্ত্রীর এই সফর মূলত সরকারি।

মৌলিক অধিকার রক্ষা মঞ্চ কাছাড় পালন করবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

শিলচর (অসম), ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্যেদি আগামীকাল ২১শে ফেব্রুয়ারি রবিবার বিকেল চারটায় শিলচরের অম্বিকাপট্টি মোড় থেকে গান্ধীবাগ পর্যন্ত একটি পদযাত্রার আয়োজন করেছে মৌলিক অধিকার রক্ষা মঞ্চ, কাছাড়। মঞ্চের পক্ষ থেকে হিল্লোল ভট্টাচার্য, রাহুল রায়রা জানান, ২১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা পাঁচটায় মধ্যশহর সাংস্কৃতিক সংস্থার হল-এ অনুষ্ঠিত হবে ভাষিক আগ্রাসন শীর্ষক একটি আলোচনা সভা। এছাড়া সেদিন ছয়টায় হাইলাকান্দি থেকে প্রকাশিত সাহিত্য-লিটিল ম্যাগাজিনের উপর ড় অজয় রায় নির্মিত একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শন করা হবে। অনুষ্ঠানগুলিতে বিভিন্ন ক্লাব, সংস্থা, সংগঠনের সদস্যদের উপস্থিতি কামনা করেছে মৌলিক অধিকার রক্ষা মঞ্চ কাছাড়।

অরুনাচল প্রদেশ ও মিজোরাম-র ৩৪অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরামের ৩৪ তম পূর্ণরাজ্য দিবসে অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রী সহ উত্তরপূর্বের সব মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : উত্তর-পূর্বাঞ্চলের অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরাম আজ ৩৪ তম পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করছে। পূর্ণরাজ্য দিবসে মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সাথে তিনি ওই দুই রাজ্যের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের প্রশংসা করেছেন। তেমনি অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, অসমের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেব, মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেইফিউ রিও ছাড়াও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজসিং চৌহান, অসমের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থমন্ত্রী তথা নেডা-র আহবায়ক ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা প্রমুখ বহুজন অরুণাচল ও মিজোরামবাসীকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপন করতে গিয়ে মিজোরামকে গড়ে তোলার কারিগরদের স্মরণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা। সাথে তিনি ৩৪ তম পূর্ণরাজ্য দিবসে সমগ্র রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। করোনা-র প্রকোপে সীমিত পরিসরে মিজোরামে পূর্ণরাজ্য দিবস উদযাপনের অনুষ্ঠান হচ্ছে। আইজলের ভানাপ্পা হল-এ মূল অনুষ্ঠানে এদিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল পিএস শ্রীধরণ পিল্লাই। কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে পূর্ণরাজ্য দিবসের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এদিন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা বলেন, আজ আমরা ৩৪ তম পূর্ণ রাজ্য দিবস উদযাপন করছি। আজকের মিজোরাম গঠনে প্রাণাহুতি দিয়েছেন এমন কারিগরদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, তাঁদের বলিদান কখনও ভোলা যাবে না। আজকের দিনে তিনি আবেদন করেন, আসুন সকলে একজোট হয়ে কাজ করি এবং সামনের দিকে এগিয়ে মিজোরামকে মডেল রাজ্য হিসেবে গড়ে তুলি।

সারা রাজ্যেই পূর্ণ রাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। তবে ধুমধামের সাথে উদযাপনের কোনও সুযোগ ছিল না। মিজোরামে জেলাভিত্তিক পূর্ণ রাজ্য দিবসের অনুষ্ঠান হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশও সীমিত পরিসরে পূর্ণ রাজ্য দিবসের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। সকাল থেকেই শুভেচ্ছা বার্তায় ভেসেছেন মিজোরামের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গা এবং অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মিজোরামের পূর্ণ রাজ্য দিবসে সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি এক টুইট বার্তায় বলেন, মিজোরামের প্রাণবন্ত জনগণকে পূর্ণ রাজ্য দিবসে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। তাঁর কথায়, মিজোরামের নাগরিকদের একতা এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা সকলের নজর কেড়েছে। তাঁদের আরও বৃদ্ধি, শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করছি।

এদিকে অরুণাচল প্রদেশের প্রতিষ্ঠা দিবস তথা পূর্ণ দিবস উপলক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডুও রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। টুইটারে মুখ্যমন্ত্রী খাণ্ডু লিখেছেন, অরুণাচল প্রদেশের ৩৪ তম পূর্ণ রাজ্য দিবস উপলক্ষ্যে অরুণাচল প্রদেশের সর্বস্তরের জনসাধারণকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের দিনে আমরা ১৯৮৭ সালে ভারতবর্ষের একটি পূর্ণাঙ্গ রাজ্য হিসেবে লাভ করেছিলাম। এর সঙ্গে আমাদের দায়িত্বও বেড়েছে। অরুণাচলকে একটি সমৃদ্ধিশালী এবং শান্তিপূর্ণ রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে রাজ্যের সকল নাগরিককে সম্প্রীতি বজায় রেখে চলতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী খান্ডু পাশাপাশি মিজোরামের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে ওই রাজ্যের জনসাধারণের প্রতি শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জোরামথাঙ্গার নেতৃত্বে মিজোরাম উন্নয়নের উচ্চ শিখরে আরোহণ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৮৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এই দুই রাজ্য অরুণাচল প্রদেশ এবং মিজোরাম অসম থেকে পৃথক হয়ে দুটি পূর্ণ রাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

সাম্বায় গাড়ি দুর্ঘটনায় বাবা-ছেলের মৃত্যু, গুরুতর আহত ৩ জন

জম্মু, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের সাম্বা জেলায় জম্মু-পাঠানকোট হাইওয়েতে ভ্যান ও ট্রাকের সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন দু''জন। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও ৩ জন। মৃতরা সম্পর্কে বাবা ও ছেলে। শনিবার ভোররাত দু''টো নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে সাম্বা জেলার মানসার মোড়ের কাছে জম্মু- পাঠানকোট হাইওয়েতে। ভ্যান এবং ট্রাক কাঠুয়া থেকে আসছিল। দুর্ঘটনায় মৃতদের নাম-হংস রাজ (৭০) তাঁর ছেলে সোহান লাল (৩৫)। তাঁদের বাড়ি সাম্বা জেলার রামগড় এলাকায়। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন রমেশ চান্দের (৬০), হিমন্ত কুমার (৩৫) এবং গৌরব কুমার (১৮)। গুরুতর আহত অবস্থায় ৩ জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

FOR SALE
2357 Sq.ft Square Plot
with Buildup House in Ramnagar-5, 4th Crossing
Only genuine buyers contact
Rajat Bhattacharjee
Mob. : 9599493443
Brokers excuse

সংবিধান-স্বীকৃত অধিকার আদায়ে সরব হওয়ার আবেদন জাতীয় বাংলা সম্মেলনে

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শনিবার মহাজাতি সদনে অনুষ্ঠিত হয় জাতীয় বাংলা সম্মেলনের সমাবেশ। আলোচনায় বক্তাদের মূল সুর ছিল কেন্দ্রের 'বহুত্ববাদী সংস্কৃতির বিরোধী' কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে। দেশবাসীকে সংবিধান-স্বীকৃত অধিকার আদায়ে সরব হওয়ার আবেদন ফুটে ওঠে ওঁদের বক্তব্যে। উদ্যোক্তাদের তরফে মৈনাক শিকদার জানান, "বহুজাতিক ও বহুভাষিক ভারতবর্ষ এদিন এক ভয়াবহ সঙ্কটের মুখোমুখি। সংবিধানে বর্ণিত যুক্তরাষ্ট্রীয় চরিত্র এদিন চরম বিপর্যয়ের শিকার। যে ভাবনা নিয়ে সংবিধান লিখিত হয়েছিল, সেই ভাবনা আজ অবহেলিত। প্রত্যেকটি রাজ্যের এক একটি অনন্য চরিত্র আছে। এদিন কেন্দ্রীয় সরকারে যে দল আসীন, সেই দল সাংঘাতিকভাবে বহুত্ববাদী সংস্কৃতির বিরোধী। এই দল 'হিন্দী-হিন্দুত্ব হিন্দুস্তান' এই ভাবনা সারাদেশে কায়েম করতে চায়। এর বিরুদ্ধে লড়তে জাতীয় বাংলা সম্মেলন বদ্ধপরিকর। সংবিধানকে বুকে নিয়ে এই সংগঠন বাংলার ভূমিজ ভাষাগুলো রক্ষা ও বাংলার ভূমিজসন্তানদের অধিকার নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে।"এই অনুষ্ঠানকে আলোকিত করেন অধ্যাপক সুগত বসু, বিখ্যাত কর্ণাটকের নাট্য পরিচালক এবং নাট্যকার, আধুনিক কন্নড় থিয়েটারের অন্যতম পথিকৃৎ প্রসন্ন, বিখ্যাত দলিত সাহিত্যিক মনোরঞ্জন ব্যাপারি, গায়ক ও সুরকার সৌমিত্র রায়, আজিম প্রেমজি ইউনিভার্সিটির সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক চন্দন গৌড়া, অভিনেতা পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, চিত্রপরিচালক অশোক বিশ্বনাথান আরও অনেকে। আলোচনা চলাকালীন মঞ্চে চিত্র ক্যানভাস পরিবেশন করেন কিংশুক সরকার।

দলত্যাগীদের পোকামাকড়, চোর বললেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : "পোকামাকড়রা অন্য ক্ষেতে চলে গেছে, দলের ক্ষতি হয়নি। চোরেরা দল ছেড়েছে, বাঁচা গেছে।"' দলত্যাগীদের এক হাত নিয়ে উত্তরবঙ্গে নাগরাকাটার জনসভায় ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, '"নাগরাকাটার গর্জন শুনে যাও বিজেপি। আমাকে চমকে ধমকে কোনও লাভ নেই।"

অভিষেক বলেন, "বিএসএনএল, এয়ার ইন্ডিয়াকে বেচে দিয়েছে বিজেপি। জ্বালানি তেলের দাম লাগাতার বাড়ছে। উন্নয়নের নামে দেশে লুঠ করছে বিজেপি। আচ্ছে দিন কবে আসবে? কবে পাওয়া যাবে প্রতিশ্রুতির ১৫ লাখ। দিদি কিন্তু সব প্রতিশ্রুতিই পালন করেছেন। বাংলার মেয়েকেই ভোটে জেতাতে হবে। ৫ বছরে অমিত শাহ, রাজনাথ সিংদের কবার দেখেছেন? বাংলার সংস্কৃতি জানে না, তাও সোনার বাংলা গড়তে চাইছে। পদ্মফুল জলে ডুবে গেছে। বিজেপি টাকা দিতে এলে নিয়ে নেবেন, ভোট তৃণমূলকে দেবেন।"'

তিনি আরও বলেন, "ওরা বাংলায় আর কেন্দ্রে কেন এক সরকার চায় জানেন? যাতে চুরি করলে ধরতে না পারে কেউ। বাড়িতে ফ্রিজ, স্মার্টফোন, মোটর সাইকেল থাকলে আয়ুষ্মান ভারত পাবেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেটা করেননি। সবার জন্য স্বাস্থ্যসাথী কার্ড দিচ্ছে। বাংলা বাংলার মেয়ের কাছেই থাক। বাকি বহিরাগত নিপাত যাক। ঘাস কেটে শেষ করা যায় না। আগামীদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয় লাভ করবে। সিদ্ধান্ত নিন আপনি উন্নয়নে থাকবেন নাকি অনাচারে। ছড়া কেটে তৃণমূল সভাপতি ঘোষণা করে দেন, "সাগর থেকে পাহাড়, মানুষের রায়-বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। বহিরাগতদের দাও বিদায়- বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়। পড়ে নাও লেখা আছে আকাশের গায়ে, বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়।"হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

দক্ষিণ করিমগঞ্জে এবার বহুমুখি লড়াইয়ের সম্ভাবনা প্রবল, বিজেপি টিকিটের নয়া দাবিদার সাংবাদিক

করিমগঞ্জ (অসম), ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আগামী এপ্রিলের গোড়ার দিকে অসম বিধানসভার সম্ভাব্য নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজ্যের নির্বচনি পরিমণ্ডল ইতিমধ্যে সরগরম হয়ে উঠেছে। এ থেকে দক্ষিণ অসমের বহুচর্চিত দক্ষিণ করিমগঞ্জের রাজনৈতিক আবহ দ্রুত ঊর্ধগামী হচ্ছে। বিভিন্ন দলের প্রার্থী প্রত্যাশীদের জোরদার জনসম্পর্ক অভিযানে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ধুলোর ঝড় বইছে। আর এতে এবার নতুন মাত্রা পেয়েছে, শাসকদল বিজেপির হয়ে জেলার এক বরিষ্ঠ সাংবাদিকের প্রার্থিত্বের দাবি নিয়ে।

বিশেষ এক সূত্রে জানা গিয়েছে দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনে বিজেপি দলের টিকিট চেয়ে ময়দানে নেমেছেন এক সাংবাদিক। নিজের নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই সাংবাদিক জানান, সরকারি কাজে মুখ্যমন্ত্রীর করিমগঞ্জ সফরের কথা রয়েছে। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাসও সে সময় করিমগঞ্জে থাকবেন। তাই প্রদেশ সভাপতির উপস্থিতিতেই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দক্ষিণে দলীয় প্রার্থিত্বের দাবি জানাবেন। প্রার্থিত্বের দাবিদার এই সাংবাদিক এখন পর্যন্ত কোনও ধরনের সভা সমিতির আয়োজন করেননি। টিকিটের ব্যাপারে প্রদেশ সভাপতি ও মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পরই আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের নাম প্রকাশ্যে আনবেন বলে জানান শাসকদলের প্রার্থী-প্রত্যাশী এই সাংবাদিক।

তবে আকাশ যতই মেঘাচ্ছন্ন থাক না-কেন, চাঁদের কিরণ প্রস্ফুটিত হবেই। সাংবাদিকটি নিজের নাম যতই লুকনোর চেষ্টা করুন না-কেন, তিনি কে হতে পারেন এ বিষয়ে একটা আভাস দক্ষিণ করিমগঞ্জে পৌঁছে গিয়েছে। আর এনিয়ে চলছে সমগ্র বিধানসভা কেন্দ্র জুড়ে জল্পনা-কল্পনা। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিত কুমার দাস ও মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়ালের কাছ থেকে গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার পরই দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে কেন্দ্রের জনগণের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে আশীর্বাদ যাচঞ্জা করবেন। দল টিকিট প্রদান করলে নিজের জয় নিয়ে একশো শতাংশ নিশ্চিত দাবি করে এই সাংবাদিক বলেন, সমাজসেবামূলক কাজের সঙ্গে সর্বদা নিজেকে যুক্ত রাখার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন ক্লাব, সংগঠন ও সামাজিক এবং ধর্মীয় সংস্থার সঙ্গে যতটুকু সম্ভব নিজেকে সংযুক্ত রাখার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। প্রতিটি সংগঠনের কাজ নিষ্ঠা ও দায়িত্ব সহকারে পালন করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন বলেও জানান নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এই সাংবাদিক। দক্ষিণ করিমগঞ্জের প্রতিটি সম্প্রদায়ের জনগণের সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত আন্তরিক সু-সম্পর্ক রয়েছে বলেও তিনি দাবি করেন। বিজেপি ছাড়াও সংঘ পরিবার, বিশ্বহিন্দু পরিষদ সহ বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সুনামের সঙ্গে অনেক দায়িত্ব পালন করে করছেন। বিজেপি ক্ষমতায় থাকায় এবার দক্ষিণ করিমগঞ্জে টিকিট প্রত্যাশীদের তালিকা এমনিতেই বেশ দীর্ঘ। কিন্তু হঠাৎ করে এই তালিকায় এক সাংবাদিকের নাম সংযোজন হওয়ায় বাকি প্রার্থীদের রাতের ঘুম উবে গেছে। প্রাক্তন বিধায়ক প্রণবকুমার নাথ, জেলা সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোর্ডের চেয়ারম্যান ইকবাল হুসেন, নীলোৎপল দাস, সুশান্ত দে, অভিজিৎ রায়, প্রিয়তোষ দে সহ প্রায় এক ডজন নেতা শাসকদলের টিকিটের দাবি নিয়ে কয়েক বছর থেকে দক্ষিণ করিমগঞ্জের গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ছুটে বেড়াচ্ছেন। দক্ষিণ করিমগঞ্জে ভোটার প্রায় এক লক্ষ ৮০ হাজার। এর মধ্যে হিন্দু ভোটার প্রায় ৭০ হাজার এবং মুসলিম ভোটার রয়েছেন প্রায় এক লক্ষ ১০ হাজারের মতো। কংগ্রেস, এআইইউডিএফ, নবগঠিত রাইজর দল সহ আরও বেশ কয়েকটি আঞ্চলিক দল নিয়ে মহাজোট হলেও, দক্ষিণ করিমগঞ্জে বন্ধুত্বপূর্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে তা একপ্রকার পরিষ্কার। এআইইউডিএফ এবং কংগ্রেস উভয় দলই এই আসনে প্রার্থী দাঁড় করাবে। এখানে মুসলিম ভোট যে ভাগাভাগি হবে এই চিত্রও প্রায় পরিষ্কার। নির্দল হিসেবে আরো দু-একজন মুসলিম প্রার্থীর এই আসনে ভোট ময়দানে থাকার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। এখন পর্যন্ত যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তাতে রাজনৈতিক বিজ্ঞ মহলের ধারণা, এবার সংখ্যালঘু ভোটের বিরাট একটা অংশ শাসকদলের প্রার্থীর অনুকূলে আসতে পারে। সে-হিসেবে হিন্দু ভোটের উপর ভর করে বিজেপি প্রার্থীর বাজিমাত করার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না।

এআইইউডিএফ বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান এবং প্রাক্তন মন্ত্রী কংগ্রেস নেতা সিদ্দেক আহমেদের কাজে অসন্তুষ্ট একাংশ সংখ্যালঘু সচেতন ভোটার এবার প্রকাশ্যে শাসকদলের প্রার্থীর হয়ে মাঠে নামার খবরও রয়েছে। সব মিলিয়ে এবার দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনে লড়াইটা যে সমানে সমানে হবে, এর একটা আগাম আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধি : মধ্যপ্রদেশে অর্ধদিবস বনধ, গ্রেফতার পি সি শর্মা

ভোপাল, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): দেশজুড়ে বিগত ১২ দিন ধরে লাগাতার বেড়েই চলছে পেট্রোল-ডিজেলের মূল্য। পেট্রোল-ডিজেলের মূল্যবৃদ্ধিতে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শনিবার মধ্যপ্রদেশে অর্ধদিবস বনধ পালন করল কংগ্রেস। ভোপালে বিক্ষোভ দেখলেন কংগ্রেস নেতা দ্বিগ্বিজয় সিং-সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা। ভোপালেই আবার জোরপূর্বক বাজার বন্ধ করার দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে কংগ্রেস নেতা পি সি শর্মাকে। ভোপালে এই মুহূর্তে এক লিটার পেট্রোলের দাম ৯৮.৬০ টাকা এবং ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৮৯.২৩ টাকা। এভাবে বাড়তে থাকলে ভোপালে কয়েকদিনের মধ্যেই ১০০ টাকা প্রতি লিটারে পৌঁছে যাবে পেট্রোলের দাম। এদিন দ্বিগ্বিজয় সিং জানিয়েছেন, 'কেন্দ্রীয় আবগারি শুল্ক তাৎক্ষণিকভাবে কমিয়ে দেওয়া উচিত।' ভোপালে এদিন জোরপূর্বক বাজার বন্ধ করে দেওয়ার দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে কংগ্রেস নেতা পি সি শর্মাকে। গ্রেফতার করার পর তাঁকে হাবিবগঞ্জ পুলিশ স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হয়।

জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এদিন রাজস্থানেও প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে কংগ্রেস। জ্বালানি তেল ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের তিনটি কৃষি আইনের বিরুদ্ধে জয়পুরে বিক্ষোভ দেখিয়েছে কংগ্রেস। জয়পুরে এই মুহূর্তে এক লিটার পেট্রোলের দাম ৯৭.১০ টাকা এবং ডিজেলের দাম লিটার প্রতি ৮৯.৪৪ টাকা। এদিন জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

শসা চাষের উচ্চ ফলন পদ্ধতি

শসা একটি মরশুমি চাষ। মাচায় ঝোলা শসার বাজারে প্রচুর চাহিদা রয়েছে। লাউ প্রজাতির এই ফসলটি খুবই উপকারি। এখন সারা বছরই বাজারে শসা পাওয়া যায়। তাই কান্দির কৃষকদের একটি বড় অংশ এ সময় ধান চাষের পাশাপাশি শসা চাষের দিকে ঝুঁকছেন। মোটা আর্থিক লাভও করছেন মুর্শিদাবাদের কান্দি ব্লকের কৃষকদের শসা চাষের জন্য কৃষি দপ্তর থেকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। একই সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে নানা সরকারি সহায়তাও।

মাটি ঃ জলনিকাশি যুক্ত দোআঁশ মাটি শসা চাষের পক্ষে খুবই উপকারী। এই মাটিতে শসা চাষের জন্য প্রচার রাসায়নিক কিংবা জৈব সার থাকে। যা ধান তোলার পর অব্যবহৃত অবস্থায় চাষের মাঠে পড়ে থেকে নষ্ট হয়।

জাত ঃ বাজারে বিভিন্ন জাতের শসার জীব পাওয়া যায়। এর মধ্যে কান্দি এলাকায় মূলত দু'টি জাতের চাষ বেশি হয়। মাচা শসা ও জমির শসা। আর হাইব্রিড প্রজাতির শসাও এখন কান্দি ব্লকে চাষ হচ্ছে। তবে তা খুবই কম।

বীজ বোনার সময় ঃ শসা চাষ মূলত গ্রীষ্মকালের ফসল। ধান চাষের পরেই সেই জমিতেই শসার চাষ করা হয়। ধান তুলে নেওয়ার পরেই শসার বীজ ছড়িয়ে দিয়ে থান তৈরিকরে এই চাষ করা হয়। বীজ থেকে চারা বের হওয়ার পর মূলত মাটি আলাদা করা এবং ঘাস পরিষ্কার করা হয়। ছোট ছোট বাঁশ ও কঞ্চি দিয়ে মাচা এই চাষের পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

সার প্রয়োগ ঃ সত্যি কথা বলতে কি শসা চাষের জন্য মূলত তেমন খুব একটা সারের কোনও প্রয়োজন হয় না। ধান চাষের পর জমিতে যে রাসায়নিক ও জৈবিক সার পড়ে থাকে মূলত ওই সার দিয়েই শসার ফলন সম্ভব। এছাড়া, একান্ত প্রয়োজনে কম-বেশি জৈবিক সার প্রয়োগ করা যেতে পারে। ছড়ানো বীজ থেকে শসার চারা জন্মানোর ২০ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে কিছু জৈবিক সার দেওয়া যেতে পারে। এছাড়া, কিছু সার মাটির সঙ্গে ভাল করে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। মাটিতে অনুখাদ্য তিন থেকে চারটি ফসলের জন্য একবার প্রয়োগ করলেই যথেষ্ট। প্রয়োজনে দেড় মাসের মাথায় কিছুটা রাসায়নিক সার দেওয়া যেতে পারে।

পোকামাকড় ঃ শসা গাছে ফুল ফোটার পর মূলত পোকামাকড়ের তাণ্ডব বেশি হয়। ফল ও পাতা ছিদ্রকারী পোকার জন্য কিছু কীটনাশক স্প্রে করা যেতে পারে। বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রখর রোদের তাপ শসা চাষের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। এই রোদের তাপের ফলে গাছের পাতায় পোকার প্রাদুর্ভাব বহুলাংশে কমে যায়। এছাড়া, আরও কিছু পোকা যাদের খালি চোখে দেখা যায় না, সেগুলি গাছের ফুল ও পাতায় বসে রস চুষে খায়। শুষ্ক ও গরম আবহাওয়াতে এদের আক্রমণ সব থেকে বেশি ঘটে। এই পোকার সংক্রমণ রুখতে দৈনিক বিকেলে শসা গ্রামে পরিষ্কার জল স্প্রে করা যায়।

শসা গাছ পরিচর্যা

রোগ ঃ মাচার শসা চাষের জন্য মূলত রোগের তেমন প্রাদুর্ভাব দেখা যায় না। চাষের জন্য মূলত যেটি প্রয়োজন গাছের গোড়ায় যেন কোনওভাবেই জল না দাঁড়ায়। চাষের উপযুক্ত সময় বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাস। রোদের তাপ প্রখর হলে এবং মাঝে মাঝে বৃষ্টি হলে শসা চাষ খুব ভাল হয়। প্রখর রোদ ও বৃষ্টির ফলে শসা গাছের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এছাড়া, এখন বছরভর হাইব্রিড শসা চাষ করা সম্ভব।

ফলন ঃ শসা গাছের ফলন মূলত নির্ভর করে আবহাওয়ার উপর। চলতি বছর কান্দিতে শসার চাষ ভালই হয়েছে। কারণ, প্রচন্ড রোদের তাপের সঙ্গে মাঝে মাঝে বৃষ্টি শসা চাষের পক্ষে উপকারী। মাচার শসা চাষে মূলত দু'মাস সময় থাকে। এই শসার দামও তুলনামূলক বেশি। তবে সব সময় নজর রাখতে হবে শসা যেন মাচা থেকে ঝুলে থাকে। গাছ থেকে কেউ যেন খাওয়ার জন্য কাঁচা শসা তুলে না নিয়ে যান। তবে কালবৈশাখীর ঝড় বৃষ্টি হলে শসা চাষে কোনও ক্ষতি নেই। জল ফেলে ফলন পুষ্ট হয়। তবে বড় গাছ যেন শসা চাষের জমিতে না পড়ে সেদিকে কঠোর নজরদারি রাখা জরুরি।

লাভজনক চাষ হাইব্রিড পেঁপে

আমাদের রাজ্যে পেঁপে খুবই জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ। পেঁপের কতগুলো বৈশিষ্ট্য রয়েছে --- প্রথমত এটা একটা স্বল্প মেয়াদী, দ্বিতীয়ত কেবল ফলই নয় সবজি হিসেবেও এর ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে, তৃতীয়ত পেঁপে অত্যন্ত সুস্বাদু, পুষ্টিকর এবং ঔষধি গুণ সম্পন্ন। পেঁপেতে পেপেইন নামক হজমকারী দ্রব্য আছে।

হাইব্রিড পেঁপে জাতের বৈশিষ্ট্য ঃ

এটি উচ্চ ফলনশীল বামন প্রজাতির পেঁপে। প্রত্যেকটি গাছে পেঁপে ধরে। রেডলেডি জাতের পেঁপে গাছ সর্বোচ্চ ১০ ফিট হয়। যখন গাছের উচ্চতা ৬০-৮০ সেমি হয় তখন ফল ধরা শুরু হয়। প্রতিটি গাছে ৫০-১২০ পর্যন্ত ফল ধারণ করে। ৫-৬ মাসের মধ্য ফুল আসে এবং প্রথম ফল পাওয়া যায় ৭-৯ মাসের মধ্য। এই জাতের পেঁপেগুলি বেশ বড়, ফলের রং লাল-সবুজ, এক একটি ফলের ওজন ১.৫ থেকে ২ কেজি। মাংস বেশ পুরু, গাঢ় লাল, স্বাদে বেশ মিষ্টি ও সুগন্ধিযুক্ত। কাঁচা ও পাকা উভয়ভাবে বাজারজাত করা যায়। পাকা অবস্থায় সহজে নষ্ট না বলেই, দূর দূরান্তে বাজারজাত করা যায়। এই জাতের পেঁপে রিং স্পট ভাইরাস রোগ সহ্য ক্ষমতা আছে। এই জাতের জীবনকাল ২ বছর অধিক।

বীজের হার ঃ প্রতি গ্রামে বীজের সংখ্যা ৬০-৭০টি। হেক্টর প্রতি ৭০-১০০ গ্রাম বীজের প্রয়োজন। সে হিসেবে ৩০০০-৩২০০ চারা দিয়ে ১ হেক্টর জমিতে পেঁপে চারা লাগানো যায়।

রোপন ঃ ১.৫ থেকে ২ মাস বয়সের চারা রোপন করা হয়। ২ মিটার দূরে দূরে ৬০, ৬০, ৬০ সেমি আকারে গর্ত করে রোপনের ১৫ দিন পূর্বে গর্তের মাটির সার মিশাতে হবে। সেচের জল নিষ্কাশনের জন্য ২ সারির মাঝখানে ৫০ সেমি নালা রাখতে হবে।

সারের পরিমাণ ঃ প্রতি পেঁপে গাছে নিম্নরূপ সার ব্যবহার করতে হবে।

রোপনের সময় ঃ চারা লাগানোর পর নতুন পাতা আসলে ইউরিয়া ও সুফলা সার ৫০ গ্রাম করে প্রতি ১ মাস অন্তর প্রয়োগ করতে হবে। গাছে ফুল আসলে এ মাত্রা দ্বিগুণ হবে। শেষ ফল সংগ্রহের পূর্বেও সার প্রয়োগ করতে হবে।

অন্তর্বর্তীকালীন পরিচর্যা ঃ বাগান সব সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। গাছের গোড়া থেকে আগাছা তুলে ফেলে দিতে হবে। গাছের গোড়া মাটি কোদাল দিয়ে হাল্কা করে দিতে হবে। গাছে অতিরিক্ত ফল ধরলে কিছু ফল পেরে নিয়ে হাল্কা করে দিলে, বাকি ফলগুলো বড় হওয়ার সুযোগ পাবে। পেঁপে গাছে বিভিন্ন হরমোন প্রয়োগ করে বেশ সুফল পাওয়া যায়।

ফল সংগ্রহ ঃ পেঁপে গাছে সাধারণতঃ ৫-৬ মাসের মধ্য ফুল আসে এবং প্রথম ফল পাওয়া যায় ৭-৯ মাসের মধ্যে। পুষ্ট হওয়ার সময় কোন কোন ফলে হলুদ রং ধারণ করবে। পুষ্ট ফলে কিছু দিয়ে খোঁচা দিলে সাদা তরল আঠা বের হবে। অপুষ্ট ফলে থেকে দুধের মত ঘন আঠাবের হবে।

উপযুক্ত জাত ঃ বাজারে তাইওয়ানের 'রেড লেডি' ও ভিএনআর সিডস এর বিনায়ক বিখ্যাত।

হৃদরোগ, মুধমেয় রক্তে উচ্চচাপ থাকলে করোনা বেশি সমস্যা

বিশ্বজুড়ে করোনা এখন মহামারীর আকার ধারণ করেছে। লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে আক্রান্ত এবং মৃতের সংখ্যা। এই অবস্থায় কারও হৃদরোগ, মধুমেয়, রক্তে উচ্চচাপ ইত্যাদি থাকলে কেমন করে সুরক্ষিত রাখবেন নিজেদের। বিশেষজ্ঞদের মতে, হৃদযন্ত্রে অনেকগুলি কারণে করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ এর সংক্রমণ হতে পারে। তার মধ্যে একটা হল সরাসরি সেটি হৃদযন্ত্রকে আক্রান্ত করতে পারে। সেটা আবার ৩-৪ রকমভাবে করতে পারে। এর মধ্যে একটা হল মায়োকার্ডাইটিসের কারণে প্রদাহ। এটা প্রথমেই হৃদযন্ত্রকে আক্রান্ত করে না। ফুসফুস এবং অন্যান্য অঙ্গে সংক্রমণ হলে এমন হয়। তবে এটা খুব কম মানুষের হয়। পাশাপাশি তারা জানিয়েছেন, ওই মায়োকার্ডাইটিস থেকে হৃদযন্ত্রের পেশির প্রদাহের বিষয়টি। আর এখান থেকে কার্ডিয়াকে এরিথমিয়া হতে পারে। আর যেটা হতে পারে সেটা হল এটি হার্টকে আঘাত করতে পারে অর্থাৎ অ্যাকিউট কার্ডিয়াক ইনজুরি। তবে চিন্তার কথা হল যাদের হৃদরোগ রয়েছে অথবা মধুমেয়, মেলাইটাস, উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক হয়েছে, বাইপাস সার্জারি হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে কোভিড-১৯ আরও বেশি সমস্যা তৈরি করতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে , উচ্চ রক্তচাপ রয়েছে, যাঁরা নিয়মিত ধূমপান করতেন, তাদের কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার সময় যে সব উপসর্গ দেখা যায়, সেগুলি দেখা যাচ্ছে। হয়তো একটু জ্বর হল বা একটু কাশি হল। সেখান থেকে নিউমোনিয়া হওয়ার কথা। তা না হয়ে তাদের বুকে তীব্র ব্যথা অনুভূত হয়, চাপ চাপ ভাব এল, তার ফলে মনে হতে পারে সেটা একটা হার্ট অ্যাটার্ক। তখন একটা ইসিজি করতে দেখা যায়, সেটি হার্ট অ্যাটার্কের ইসিজি'র মতো দেখতে বা কার্ডিয়াক এনজাইম ট্রপোনিন টেস্ট, সিপিকে এম বি অনেক সময় বেশি থাকে। অনেক সময় ভুলবশত হার্ট অ্যাটার্ক রোগীর মতো চিকিৎসা হতে পারে। তো সে ক্ষেত্রে হয়তো জানা যায়, সেটা হার্ট অ্যাটার্ক নয়। সেটা করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ। অনেক সময় এইসব রোগীদের ক্ষেত্রে একটু জ্বর, কাশি হওয়ার পরই এমন একটা কষ্ট শুরু হয়, মনে হয় যে সেটা হার্টের অসুখ। তিনি জানান, আর একটা দিক হল, আমরা কিছু ওষুধ খাই, যেমন উচ্চ রক্তচাপের। সেগুলি নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। সেগুলি করোনা ভাইরাসকে ত্বরান্বিত করে কিনা বা উপসর্গ বাড়িয়ে তোলে কিনা, সেটা কিন্তু পুরোপুরি ঠিক নয়। আবার অনেকে প্রপিল্যাক্সিসের জন্য হাইড্রোক্লোরোকুইন খান, সে ব্যাপারে জানতে হবে। যে সব রোগীদের ইসিজিতে প্রাথমিকভাবে কিছু জিনিস ধরা পড়েছে, যেমন লং কিউটি সিনড্রোম আচে। এবার সেগুলি পরীক্ষা না করে যদি তাদের হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন খাওয়ার কথা বলা হয়, তারা নিজেরাই যদি হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন খেয়ে নেন, তাদের ইসিজি সম্পর্কে কোনও সমস্যার কথা না জেনে চিকিৎসা শুরু হয়ে যায়, সেটা কিন্তু হিতে বিপরীত হয়ে যেতে পারে। সুতরাং হৃদযন্ত্র করোনা ভাইরাস থেকে নানাভাবে আক্রান্ত হতে পারে, বিকল হতে পারে। তা একটা হতে পারে সরাসরি ভাইরাসের আক্রমণে পড়া। যদিও তাঁর সম্ভাবনা খুব কম। এটা ৩/৪ শতাংশের বেশি নয়। এছাড়া তিনি জানান, যাদের ইতিমধ্যে হার্টের কোনও অসুখ আছে। তাদের যদি করোনা ভাইরাসের অসুখ হয় বা তারা আক্রান্ত হন, তাদের ক্ষেত্রে সমস্যা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে। এবং পরবর্তীকালে হৃদযন্ত্র সত্যিই যদি খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়, যেমন অ্যাকিউট কার্ডিয়াক ইনজুরি হয়, তার থেকে যদি হার্ট ফেলিওর হয়, অনেক সময় কার্ডিওজেনিক শক হতে পারে। এমন হলে সমস্যা অনেক বেশি হয়ে যায়। এটা সরাসরি মৃত্যুর কারণ হয়েও দাঁড়াতে পারে।

টবে পুদিনা পাতার চাষ

বাড়ির ছাদে বা বারান্দায় টবে খুব সহজেই পুদিনা পাতা চাষ করা যায়। টবে পুদিনা চাষ পদ্ধতি সবচেয়ে সহজ। প্রায় সব ধরনের মাটিতেই পুদিনা চাষ করা যায়। টবে পুদিনা পাতা চাষ করলে অন্তত ১০ থেকে ১২ ইঞ্চি সাইজের মাটির টব বা ট্রে ব্যবহার করা প্রয়োজন। এছাড়া এর জন্য বেলে দোআঁশ মাটি তৈরি সময় টবের মাটির অর্ধেক পরিমাণ জৈব সার অথবা পচা গোবর বা ভার্মি কম্পোস্ট মিশিয়ে মাটি তৈরি করতে হয়। মাটিটা রোদে দিয়ে কিছুটা শুকিয়ে গেলে এর উপর পুদিনা পাতার কাটিং একটা একটা করে নির্দিষ্ট দূরত্বে লাগাতে হয়। কাটিং সংগ্রহ করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যদি পুরনো ডালে শিকড়সহ কাটিং পাওয়া যায় সেটা সবচেয়ে ভাল হয়। কাটিং এ শিকড় গজানোর জন্য চাইলে রুটিং হরমোন ব্যবহার করা যায়। টবে পুদিনা চাষ পদ্ধতি আরও অনেক সহজ হয়ে যাবে যদি রুটিং হরমোন ব্যবহার করা যায়। রুটিং হরমোন হিসেবে বাজারে পাওয়া রুটিং হরমনো অথবা দারুচিনির গুঁড়া অথবা মধু এগুলোর যে কোন একটি ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ব্যবহার করলে পুদিনা পাতার কাটিং থেকে খুব দ্রুতই শেকড় গজাবে। ছায়াযুক্ত স্থানে বা ঘরের ভেতর ও টবে পুদিনা চাষ করা যায়। পুদিনা গাছের জন্য খুব বেশি আলোর প্রয়োজন হয় না।

মুখের দুর্গন্ধ দূর করতে পুদিনা পাতা মিশ্রিত জল মুখে নিয়ে কুলি করলে উপকার পাবেন। গরমের সময় খুশকির সমস্যা নিরসনে পুদিনা পাতা চটকে স্নানের জল মিশিয়ে স্নান করতে পারেন। গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা দূর করলেও পুদিনা পাতা বেশ ভাল কাজ করে। কোন কারণে পেটে গ্যাস জমে গেলে পুদিনা পাতার রস ব্যবহার কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারে দুই চামচ পুদিনার রস সামান্য লবণ ও লেবুর রসের হালকা জলে মিশিয়ে খেলে পেটে বদহজম বা গ্যাসের সমস্যা একেবারে দূর হয়। এছাড়া পুদিনার অ্যান্টিবায়োটিক উপাদান ত্বকের যে কোন রকম সংক্রমণ ঠেকাতে ভূমিকা রাখতে পারে। এই উপকারগুলো ছাড়াও হার্টের অসুখ দূর করতে পুদিনা পাতা অনেক উপকারী এটি রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে রাখতে সহায়তা করে। নানামুখী উপকারী ব্যবহারের এই পুদিনা পাতা ত্বককে শীতল করে এটি মাথার চুলে উকুন থাকলে উকুন মেরে ফেলতেও কাজ করে।

যে পাঁচ খাবারে শিশুর মেধা বাড়ে

শিশুদের বয়সটা হচ্ছে শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশসাধনের সময় ।এ সময় সুস্থভাবে বেড়ে শিশুদের শিশুর খাবার তালিকায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হয়। অনেক পিতামাতা শিশুদের নিয়মিত ফল ও শাকসব্জি খাওয়াতে ত্রুটি করেন না। কিন্তু এর পাশাপাশি এমন কিছু খাবার খাওয়ানোর প্রয়োজন যা তাদের মস্তিষ্কের বিকাশসাধন করবে তথা মেধা ও মনোযোগ বাড়াবে। এখানে শিশুর মেধা ও মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পাঁচ খাবার দেওয়া হল— যা ১২ মাস ও তদোর্ধ্ব বয়সের বাচ্চাকে খাওয়াতে পারবেন।

ডিম ঃ শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশসাধন হয় উল্লেখ্যযোগ হারে। এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী একটি পুষ্টি হচ্ছে কোলাইন। মস্তিষ্কের গভীরে স্মৃতিকোষ তৈরি করতে কোলাইনের প্রয়োজন রয়েছে। ডিমের কুসুমে পর্যাপ্ত কোলাইন পাওয়া যায়। আট বছর পর্যন্ত প্রতিদিন যতটুকু কোলাইন লাগে তার প্রায় সমপরিমাণ পুষ্টি একটি ডিমের কুসুম সরবরাহ করতে পারে। ডিমে প্রচুর প্রোটিন, আয়রন, ভিটামিন এ এবং ফোলেটও রয়েছে- এদের প্রত্যেকটি কোষের বৃদ্ধি, বিকাশসাধন ও মেরামতের দরকার। তাই শিশু ডিমের প্রতি অ্যালার্জিক না হলে তাদের প্রতিদিন ডিম খেতে উৎসাহিত করুন।

তৈলাক্ত মাছ ঃ তৈলাক্ত মাছ অনেক উপকার করতে পারে। মস্তিষ্কের বিকাশসাধন ও স্বাস্থ্যের জন্য ওমেগা ৩ সমৃদ্ধ মাছ খাওয়া গুরুত্বপূর্ণ। কোষের বিকাশসাধনের জন্য অন্যতম হচ্ছে ওমেগা ফ্যাটি অ্যাসিড। এ পুষ্টি নিউরোট্রান্সমিটার ফাংশনে ভূমিকা রেখে আচরণগত সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে সহায়তা করে। কিছু গবেষণায় নিম্নমাত্রায় ওমেগা-৩ এর সঙ্গে কম মেধার যোগসূত্র দেখা গেছে এবং অন্যদিকে ওমেগা ৩ সাপ্লিমেন্টেশনে মেমোরি ফাংশন বৃদ্ধি পেয়েছিল।

হোল গ্রেন ঃ শিশুদের সকালের নাস্তায় হোল গ্রেন (গোটা শস্য) রাখা উচিত। কার্বোহাইড্রেটে সমৃদ্ধ এই খাবার মস্তিষ্কের জ্বালানি হিসেবে গ্লুকোজ ও এনার্জির জোগান দেয়। এতে প্রচুর বি ভিটামিনও থাকে--- যা নাভার্স সিস্টেমকে সুস্থ ও পুষ্ট রাখে। অনেক গবেষণায় পাওয়া গেছে, হোল গ্রেনের ব্রেকফাস্ট শর্ট-টার্ম মেমোরি ও মনোযোগ বৃদ্ধি করতে পারে। অন্যদিকে সকালের নাশতা হিসেবে পরিশোধিত কার্বোহাইড্রেটগ্রহণে এমন লক্ষণীয় পরিবর্তন দেখা যায়নি। হোলগ্রেনে উচ্চ পরিমাণে ফাইবারও রয়েছে— যা শরীরে গ্লুকোজ সাপ্লাই নিয়ন্ত্রণ করে।

শিম ঃ শিমের বিচির মতো প্রকৃতির খাবারে উচ্চ মাত্রায় প্রোটিন, ভিটামিন ও মিনারেল পাওয়া যায়। পিন্টো ও কিডনি বিনসে ওমেগা-৩ ফ্যাটি বেশি থাকে--- যা মস্তিষ্কেরক বৃদ্ধি ও কার্যক্রমের জন্য দরকারি। শিশুদের শিম খাইয়ে স্কুলে পাঠালে ক্লাশরুমে মন বসবে। এছাড়া এসব খাবার তাদের দীর্ঘসময় সতেজ রাখবে। বিচি হচ্ছে প্রোটিন, আয়রন, ফলিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম, ম্যাগনেশিয়াম ও এসোশিয়ায় ফ্যাটি অ্যাসিডের চমৎকার উৎস। এসকল পুষ্টি গর্ভাবস্তায় প্রয়োজন রয়েছে। এসব খাবারে ফাইবারও রয়েছে, যা দুটি কমন প্রেগন্যান্সি ডিসকমফোর্ট -কোষ্ঠকাঠিন্য ও পাইলস প্রতিরোধ ও প্রতিকার করতে পারে।

দুধ ঃ দুধ, দই ও পনির এতটা পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার যে, শিশুর ডায়েট চোখ বন্ধ করে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। দুধ জাতীয় খাবারে প্রোটিন, বি ভিটামিন ও অন্যান্য পুষ্টি মস্তিষ্কের টিসূয, নিউরোট্রান্সমিটার ও এইজাইনের গ্রোথের জন্য প্রয়োজনীয়। এসব কিছুর মস্তিষ্কের কার্যক্র গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আইএনপিটির নেতৃবৃন্দ। শনিবার। ছবি- নিজস্ব।

মহিলা মোর্চার পদযাত্রা বাঁকুড়ায়

বাঁকুড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষন ঘোষনা না হলেও নির্বাচনী প্রচারে নেমে পড়লো বিজেপির মহিলা শাখা। শনিবার দুপুরে এক হাজারের অধীক মহিলা তৃণমূল সরকারের পরিবর্তন চেয়ে মিছিলে সামিল হন। লালবাজার মোড় থেকে মিছিল যাত্রা শুরু করে মাচানতলা শেষ হয়। মহিলা মোর্চার জেলা সভানেত্রী মনিকা দত্ত মিছিলের নেতৃত্ব দেন। অপর দিকে বাঁকুড়া নগর মন্ডলের উদ্দ্যেগে এদিন বিকালে মোটর সাইকেল র‍্যালীর আয়োজন করা হয়।-প্রায় আট শতাধিক কর্মী সমর্থক এই র‍্যালীতে অংশগ্রহণ করেন। হিন্দুস্থান সমাচার / সোমনাথ

ক্যানিংয়ে যুবককে মারধর করে টাকা ছিনতাই, তদন্তে পুলিশ

ক্যানিং, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): টাকা নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন, কিন্তু পথেই দুষ্কৃতীদের খপ্পরে পড়লেন একজন যুবক। মারধর করার পর যুবকের কাছ থেকে ১০ হাজার (আনুমানিক) চিন্তায় করে পালাল আততায়ীরা। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত হাটপুকুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভলেয়া গ্রামে। ওই যুবকের পরিবার সূত্রের খবর, তিন মাস আগে ভলেয়া গ্রামের বাসিন্দা এক বন্ধুকে ১০ হাজার টাকা ধার দিয়েছিলেন বাবুরালি মোল্লা। শুক্রবার রাতে তিনি সেই টাকা নিয়ে দাঁড়িয়া হাটপুকুরিয়া গ্রামের বাড়িতে ফিরছিলেন। অভিযোগ, সেই সময় জনা পাঁচেক যুবক বাবুরালিকে ঘিরে ধরে লোহার রড দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ওই যুবক। এরপর তাঁর কাছে থেকে টাকা ছিনিয়ে নিয়ে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। এই ঘটনায় ক্যানিং থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ।

মুখ্যমন্ত্রীকে গোপাল ভাঁড়ের মহিলা সংস্করণ বললেন তথাগত রায়

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘গোপাল ভাঁড়ের মহিলা সংস্করণ’ বলে চিহ্নিত করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

দিন দুই আগে বঙ্গসফরে এসে নামখানায় দাঁড়িয়ে অমিত শাহ অভিযোগ করেছিলেন, “বাংলায় সরস্বতী পুজো হত না। দুর্গাপুজো হয় না। গেরুয়া শিবিরের চাপে কয়েকবছর পর এ রাজ্যে সরস্বতী পুজো চালু হয়েছে।” অমিত শাহকে পালটা জবাব দেন মমতা। তিনি বলেন, “আগে সরস্বতী পুজোর মন্ত্র বলুক।” এরপরেই মুখ্যমন্ত্রী নিজে সরস্বতী পুজোর মন্ত্র উচ্চারণ করেন। পৈলানে মমতার সেই ভাষণের ভিডিও ফেসবুকে পোস্ট করেন এক ব্যক্তি।

টুইটে সেটি তথাগতবাবুকে পাঠান হলে শনিবার তিনি লেখেন, “দেখুন। শুনুন। আপনমনে পেট ফাটিয়ে হাসুন। গোপাল ভাঁড়ের মহিলা সংস্করণ।“ অভিনেত্রী শ্রীলেখা মিত্র একই ভিডিও শেয়ার করেছেন ফেসবুকে। যেখানে দেখা গিয়েছে সরস্বতী পুজোর মন্ত্র উচ্চারণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। নিজের বাড়ির সরস্বতী পুজোয় পুরোহিত হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শ্রীলেখা নিজেই। শ্রীলেখা লেখেন, ”আমার বাড়িতে নেক্সট সরস্বতী পুজোর পুরো হিট আপনি হবেন মাননীয়া?” হ্যাঁ, ‘পুরো হিট’। শব্দের কারসাজিতে পুরোহিত শব্দটিকে এভাবেই ব্যবহার করেছেন অভিনেত্রী। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

রাজ্যে এল ১২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শনিবার সকালে দুর্গাপুর স্টেশনে নেমেছে দুই কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এই বাহিনী বাঁকুড়া ও বীরভূম জেলায় পাঠানো হবে। জানা গিয়েছে, কাশ্মীর থেকে বিশেষ এই ট্রেনে এসেছে ১২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। এর মধ্যে দুর্গাপুরে দুই কোম্পানি ছাড়াও বর্ধমানে এক কোম্পানি, ডানকুনিতে পাঁচ কোম্পানি ও কলকাতার চিৎপুরে নামবে চার কোম্পানি। দুর্গাপুরে এই বাহিনীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন সিআরপিএফ ও রাজ্য পুলিশের পদস্থ আধিকারিকরা।

বঙ্গ বিধানসভা ভোটের পারদ ক্রমেই চড়ছে। চলতি মাসেই ১২৫ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আসতে চলেছে রাজ্যে। সূত্রের খবর, বিধানসভা নির্বাচনের জন্য আগামী সপ্তাহেই ধাপে ধাপে বাহিনীর জওয়ানরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঢুকতে শুরু করবে। ২৫ ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁদের চলে আসার কথা। রাজ্যে ইতিমধ্যেই মোতায়েন থাকা বাহিনীর সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করবেন তাঁরা।

ভোট ঘোষণার আগেও বিভিন্ন স্পর্শকাতর এলাকায় টহলদারি চালাবেন বাহিনীর জওয়ানরা। বীরভূম জেলায় শুক্রবার রাতেই ১ কোম্পানি বাহিনী আসছে। তাঁদের আপাতত সিউড়ি আইটিআই কলেজে রাখা হচ্ছে। জেলা পুলিশ সুপার মিরাজ খালিদ জানিয়েছেন, আগামী ২ থেকে ৩ দিনের মধ্যে ৫ কোম্পানি বাহিনী ঢুকবে বীরভূমে। নির্বাচনী বিধি মেনে তাঁদের টিকাকরণও করা হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সিউড়ি, রামপুরহাট ছাড়াও বোলপুরের মতো জায়গায় মোতায়েন করা হতে পারে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ট্যাংরায় গাড়ির সার্ভিস সেন্টারে আগুন

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শনিবার ট্যাংরায় এক নামি কোম্পানির গাড়ির সার্ভিস সেন্টারে আগুন লাগার ঘটনায় আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দমকলের ৩ টি ইঞ্জিন। এই ঘটনায় আহতের কোনও খবর নেই। তবে ঘিঞ্জি ও সংকীর্ণ এলাকায় হওয়ায় দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয় ।শহরে একের পর এক আগুন। বউবাজারের বহুতলে আগুন লাগে সপ্তাহের শুরুতেই। এবারের ঘটনাস্থল ট্যাঙরা। ট্যাংরার এক বহুতলে ছিল ওই সার্ভিস সেন্টার। আগুন লাগতে কালো ধোঁয়ায় ছেয়ে যায় এলাকা। আতঙ্কিত বহু এলাকাবাসী পাশে থাকা বহুতল থেকে জল দিতে শুরু করেন। দমকলের আরও কিছু ইঞ্জিন আনার চেষ্টা করা হয় সেখানে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই বহুতলে কেউই আটকে ছিলেন না। আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়িয়ে যান সকলে। ঘটনায় কোনও বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছিল। পুরো ঘটনাস্থল খতিয়ে দেখছেন তাঁরা। এক প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় বাসিন্দা জানান, “সপ্তাহের আর পাঁচটা ব্যস্ত দিনের মতই এদিন কাজ শুরু হয় ওই সার্ভিস সেন্টারটিতে। কিছুক্ষন পরেই হৈ হৈ শুনতে পাই। গিয়ে দেখি আগুন জ্বলছে, ভেতর থেকে সবাই বাইরে বেড়িয়ে এসেছেন।”

বৃষ্টির সম্ভাবনা রাজ্যে, শীতের আমেজ প্রায় উধাও দক্ষিণবঙ্গে

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): বসন্ত এস গিয়েছে। তাহলে তো এবার শীতের বিদায় নেওয়ার পালা! ঠিক তেমনটাই হচ্ছে, আপাতত এ বছরের মতো কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় নেওয়া শুরু করেছে শীত। রাতে ও ভোরে সামান্য শীত শীত অনুভূত হলেও, দিনে শীতের আমেজ প্রায় উধাও হয়ে যাচ্ছে। আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনা চলছে গত কয়েকদিন ধরেই। শনিবারও অন্যথা হল না। শনিবার সকাল থেকেই মেঘলা ছিল কলকাতার আকাশ। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ২ ডিগ্রি বেশি। শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যদিও স্বাভাবিক, ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এই পরিস্থিতিতে রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। বাংলাদেশ সংলগ্ন এলাকায় ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে। তার জেরে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প নিয়ে রাজ্যে ঢুকছে পুবালি হাওয়া। তার ফলে পশ্চিম এবং উত্তরের জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টি হতে পারে। শীত কী রাজ্য থেকে এখনই বিদায় নেবে? এই প্রশ্নে আবহবিদরা জানিয়েছেন, উত্তুরে হাওয়ার প্রভাব কিছুটা রয়েছে। তাই শীতের আমেজ রয়ে গিয়েছে। তবে পুবালি হাওয়ার দাপটও বাড়ছে। ফলে আগামী কয়েক দিন তাপমাত্রায় তেমন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই।

শিলিগুড়িতে কর্মবিরতিতে সাফাইকর্মীরা, জঞ্জাল পরিস্কার করতে এগিয়ে এল যুবসমাজ

শিলিগুড়ি, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : সাফাইকর্মীদের কর্মবিরতিতে নাজেহাল অবসা শিলিগুড়ি শহরের। চতুর্থ দিনেও রাস্তায় দেখা নেই সাফাইকর্মীদের ।শহরজুড়ে যত্রতত্র পড়ে রয়েছে জঞ্জাল ।সেই জঞ্জাল পরিস্কার করতে এবারে পথে নামল যুবসমাজ।

সোসাইটি অফ শিলিগুড়ির সদস্য রনিত তালুকদার জানান, শহরের কয়েকটি প্রধান সড়ক শনিবার তারা পরিস্কার করবেন ।সাফাইকর্মীদের কর্মবিরতিতে শহরের নাজেহাল অবস্থা ।শহরকে জঞ্জালমুক্ত রাখতেই তাদের এই উদ্যোগ ।প্রয়োজনে আগামীতেও তারা পথে নামবেন। পাশাপাশি এদিন তারা সাফাইকর্মীদের শীঘ্রই কাজে ফিরতে অনুরোধ জানান ।সেইসাথে গোটা শহরবাসীর কাছে অনুরোধ রাখেন যাতে সকলে মিলে শিলিগুড়িকে জঞ্জালমুক্ত করার কাজে হাত লাগায়। ইতিমধ্যেই ব্যবসায়ী থেকে ওয়ার্ড কো-অর্ডিনেটর অনেকেই ঝাড়ু হাতে রাস্তায় নেমেছিলেন নিজেদের এলাকা পরিস্কার রাখতে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

শরৎ চন্দ্র বসুকে স্মরণ রাজ্যপাল ধনকরের

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : শরৎচন্দ্র বসুর মৃত্যুদিনে শনিবার তাঁকে স্মরণ করলেন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

শরৎচন্দ্র বসুকে ‘দূরদ্রষ্টা রাষ্ট্রনেতা, স্বাধীনতা সংগ্রামী, সাংবাদিক এবং মহান আইনজীবী’ বলে চিহ্নিত করে ধনকর লেখেন, “মাতৃভূমির জন্য তিনি তাঁর লোভনীয় আইনের পেশা ত্যাগ করেছিলেন। নৈতিকভাবে যা ভুল, রাজনৈতিকভাবে ঠিক হতে পারে না। সেরকমই মনে করতেন শরৎচন্দ্র বসু।“

শরৎচন্দ্র বসু (জন্ম: ৬ই সেপ্টেম্বর,১৮৮৯ - মৃত্যু: ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫০) জানকীনাথ বসুর ছেলে এবং নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর মেজ ভাই। তিনি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন করেন। পরবর্তীতে একটি অবিভক্ত স্বাধীন বাংলা প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষে কাজ করে গেছেন। ভারতীয় সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের একজন নৈতিক সমর্থক ছিলেন। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হয়ে আদালতে বিনা পারিশ্রমিকে সওয়াল করতেন। তাঁর স্ত্রী বিভাবতী বসুও গান্ধীবাদী আন্দোলন ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোগী ভূমিকা নেন ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আফগানিস্তান থেকে এখনই কোনও সেনা প্রত্যাহার করবে না আমেরিকা

পেন্টাগন, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আফগানিস্তান থেকে এখনই কোনও সেনা প্রত্যাহার করছে না আমেরিকা। মার্কিন প্রতিরক্ষা সদরদফতর পেন্টাগন জানিয়েছে, আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের ব্যাপারের এখনও চূড়ান্ত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ন্যাটো জোটের কর্মকর্তারা গত বুধ ও বৃহস্পতিবার বৈঠক করেছেন এবং তাতে আফগানিস্তানে মোতায়েন জোটের ৯ হাজার ৬০০ সেনার ভাগ্যে কী হবে তা নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করেছেন। এ সম্পর্কে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী অস্টিন লয়েড শুক্রবার পেন্টাগনে সাংবাদিকদের বলেন, আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সরকার তাড়াহুড়ো কিংবা বিশৃঙ্খলভাবে সেনা প্রত্যাহার করবে না যাতে ন্যাটো জোটের সুনাম ক্ষুন্ন হয়। গতমাসে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এই প্রথম অস্টিন লয়েড পেন্টাগনে প্রথম সাংবাদিকদের ব্রিফ করলেন। তিনি সুস্পষ্ট করে বলেছেন, আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত মিশন চলবে এবং যেকোনও ঝুঁকির মুখে নিজেদের রক্ষার ক্ষেত্রে কমান্ডারদের দায়িত্ব ও অধিকার রয়েছে।

২০ বছর আগে তালেবান হটাতে আফগানিস্তানে সেনা মোতায়েন করে আমেরিকা। এর আগে মার্কিন সরকার ও তালেবানের মধ্যে কাতারে যে চুক্তি হয়েছিল তাতে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের মে মাসের মধ্যে আফগানিস্তান থেকে সব সেনা প্রত্যাহার করবে আমেরিকা।

চুক্তি হলেও আফগানিস্তানে শান্তি ফিরে আসার কোনও লক্ষণ নেই। প্রায়শই সেখানে জঙ্গি হামলার ঘটনা ঘটেই চলেছে। এই অবস্থায় জো বাইডেন ক্ষমতায় আসার পর সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হচ্ছে। ফলে আফগানিস্তান থেকে শীঘ্রই মার্কিন সেনা প্রত্যাহার করা হবে বলে মনে হয় না।

কেন্দ্রের প্রদর্শনীতে আনসাং হিরো বাংলায় অসন্তুষ্ট নায়ক করায় সমালোচনা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : জাতীয় গ্রন্থাগারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদর্শনীতে মুদ্রিত ঘোষণায় ভুল বাংলা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ঘোষণায় ‘আনসাং হিরো’-কে বাংলায় অসন্তুষ্ট নায়ক করায় হচ্ছে সমালোচনা। সুভাষচন্দ্র বসুর ১২৫ বছর উপলক্ষে ২৩ জানুয়ারি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে নেতাজিকে নিয়ে একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাতে প্রদর্শিত নেতাজির একটি চিঠি সঠিক নয় বলে দাবি করেন ঐতিহাসিক তথা প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ সুগত বসু। বিষয়টির জন্য পরে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করেন। গোটা ঘটনায় অস্বস্তিতে পড়ে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক।

শুক্রবার জাতীয় গ্রন্থাগারে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেখানে একটি বড় পোষ্টারে ঘোষণায় ১১ জন প্রথম সারির স্বাধীনতা সংগ্রামীর নামোল্লেখ করে লেখা হয়েছে, ‘তারাই সত্যিকারের প্রতিপক্ষ ছিল’। যা হওয়া উচিত ছিল, ‘তাঁরাই সত্যিকারের প্রতিপক্ষ ছিলেন।’ এ ছাড়াও ‘আনসাং হিরো’ কথাটিকে বাংলায় অসন্তুষ্ট নায়ক করা হয়েছে। এতে সমালোচনা হচ্ছে নানা মহলে।

প্রসঙ্গত, অমিত শাহ শুক্রবার বার মনে করিয়ে দিয়েছেন নেতাজির অবদান সম্পর্কে। তিনি বলেছেন নেতাজির অবদান ভোলার নয়। এছাড়াও পাশাপাশি শহিদ ক্ষুদিরামের অবদান সম্পর্কেও কথা বলেছেন অমিত। দেশের সেবায় স্বাধীনতা সংগ্রামী শহিদরা কী ভাবে নিজেদের নিমজ্জিত করেছিলেন সেই কথা স্মরণ করিয়েছেন তিনি। যুব সম্প্রদায়কেও দেশের জন্য কাজ করার বার্তা দিয়েছেন তিনি।রাজ্যের শিক্ষা ও পরিষদীয়মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় টুইটে লিখেছেন, মোদী সরকারের অনুষ্ঠানে ”ড্ডদ্ভ্রন্ড্দ্রত্ব ছত্রন্দ্রত্রন্ দ্ধ ক্ষত্রদ্রস্খন” কে ”বাংলার অসন্তুষ্ট নায়ক” আখ্যা দেওয়া হল! যেই বহিরাগতদের বাংলা লেখার জন্য ইংরেজি থেকে ভুল অনুবাদ করতে হয়, বাংলার বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি এইরকম অপমানজনক কথা বলতে দ্বিধাবোধ হয় না, তারা কোন সোনার বাংলা বানাবে?

কলকাতায় কেন্দ্রীয় সরকারের এত উঁচু মানের প্রদর্শনীতে উপর্যুপরি এ রকম ভুলে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন বিজেপি-র রাজ্য কমিটির সদস্য তথা দলের বুদ্ধিজীবী সেলের আহ্বায়ক রন্তিদেব সেনগুপ্ত। প্রতিক্রিয়ায় তিনি ‘হিন্দুস্থান সমাচার’-কে বলেছেন, “এর সঙ্গে বিজেপি-র সম্পর্ক নেই। বাংলা না জানা লোককে দিয়ে এসব কাজ করালে এ রকমই হবে। এসব কাজ মাছিমারা কেরানিদের দিয়ে হয় না। এরকম ভুলে বাংলার মানুষের আবেগে আঘাত লাগতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারের এব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত। বারবার এ রকম ভুল হতে থাকলে কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে বাংলার মানুষের বিতৃষ্ণা জন্মাবে।“উল্লেখ করা যেতে পারে, কিছুকাল আগে অমিত শাহর বিশ্বভারতী সফরের প্রাক্কালে একটি বিভিন্ন অঞ্চলে লাগানো পোষ্টারকে কেন্দ্র করে বিতর্ক ওঠে। অভিযোগ ওঠে, পোষ্টারে অমিত শাহ এবং অনুপম অধিকারীর মাঝে রবীন্দ্রনাথের রেখাচিত্র গুরুত্বহীনভাবে দেওয়া হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওইসব পোস্টার সরিয়ে দেওয়া হয়। এ ছাড়াও, গত কয়েক মাসে আরও তিনটি এমন বিতর্ক উঠেছে, যাতে আমজনতার একটা বড় অংশ অনুভব করছেন, বিজেপি এবং কেন্দ্রের প্রচারে বাংলার আবেগ মার খাচ্ছে ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আমি জয় বাংলা বললে দোষ, আর তুমি সোনার বাংলা বললে সাধু : অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : “আমি জয় বাংলা বললে দোষ, আর তুমি সোনার বাংলা বললে সাধু? সোনার বাংলা কোথাকার স্লোগান? তুমি সোনার বাংলা বলকে দেশপ্রেমী? আমি বললে বাংলাদেশি?

শনিবার এভাবেই উত্তরবঙ্গে নাগরাকাটার জনসভায় মন্তব্য করলেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা যুব তৃণমূলের সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কটাক্ষ, তুমি বললে চমৎকার, আমি বললে বলাৎকার? তুমি করলে সাধু, আমি করলে চোর? বস্তুত বাংলার বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি নিজেদের স্লোগান হিসেবে বেছে নিয়েছে ‘সোনার বাংলা’কে। অভিষেকের ইঙ্গিত, জয় বাংলা যদি এদেশের স্লোগান না হয়, তাহলে সোনার বাংলাও এদেশের স্লোগান নয়।

জয় বাংলা’ স্লোগান তুলে এতদিন সমালোচনায় বিদ্ধ হতে হচ্ছিল তৃণমূলকে। বিজেপির অভিযোগ, এই স্লোগান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় তোলা হয়েছিল। গেরুয়া শিবির এতদিন কটাক্ষ করে আসছিল, বাংলাকে আসলেই বাংলাদেশ বানাতে চাইছে তৃণমূল। শনিবার নাগরাকাটার সভা থেকে সেই কটাক্ষের পালটা বিজেপির উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন তৃণমূল যুব সভাপতি বিজেপির সোনার বাংলা স্লোগানকে কটাক্ষ করে অভিষেকের প্রশ্ন, “সোনার বাংলা কোথাকার স্লোগান?”

অভিষেক যখন নাগরাকাটায় সভা করছেন তার কিছুক্ষণ আগেই কলকাতার তৃণমূল ভবন থেকে নতুন প্রচারাভিযান শুরু করেছে শাসকদল। “বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়” নামের এই স্লোগান দিয়েই এদিনের সভা শুরু করেন অভিষেক। আরও জোরাল করেন বাংলা বনাম বহিরাগতর তত্ত্ব। তৃণমূল যুব সভাপতি বলেন, “ভুলে গেলে চলবে না, ভারতের একমাত্র মহিলা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাঁকে হারাতে দিল্লি থেকে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, একাধিক ক্যাবিনেট মন্ত্রী, ১০ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রীদের পাঠিয়ে দিচ্ছে। ওঁরা চায় বাংলার চাবিকাঠি ঠাক দিল্লির কাছে। কিন্তু বাংলা মাথা নত করবে না।” এর পরই অভিষেক সমবেত জনতার উদ্দেশে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, “বহিরাগতদের তাড়াতে চান?হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়, ভোটের মুখে নতুন স্লোগান তৃণমূলের

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে শ্লোগানের বহরে চমক বাড়ছেই। বিজেপির ”আর নয় অন্যায়”, ”জয় শ্রী রাম”-এর পাল্টা ”জয় হিন্দ জয় বাংলা” এনেছে রাজ্যের শাসকদল। মুহূর্তের মধ্যে ভাইরাল হয়েছে ”খেলা হবে” শ্লোগান। যার মধ্যে গা ভাসিয়েছে বিজেপি নেতারাও। আর এবার ভোট প্রচারের নতুন শ্লোগান আনল রাজ্যের শাসকদল।

‘দিদিকে বলো’, ‘বাংলার গর্ব মমতা’র পর এবার ‘বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়’। বিধানসভা ভোটের কথা মাথায় রেখে নতুন স্লোগান প্রকাশ্যে আনল তৃণমূল। শনিবার দুপুরে তৃণমূল ভবনে এই নতুন স্লোগানের উদ্বোধন করেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বিজেপি নেতাদের ”বহিরাগত” তকমা দিয়েছেন। রাজ্যের নির্বাচনে ভোটপ্রচার কিংবা শাসকদলের বিরুদ্ধে আক্রমণে রাস্তায় নেমেছেন অমিত মালব্য, কৈলাস বিজয়বর্গীয়, অরবিন্দ মেননরা। তৃণমূল নেত্রীর মুখে একটাই কথা বাংলা শাসন করবে বাঙালিরা। সেই কথা মাথায় রেখেই বাংলার মেয়ে হিসেবে মমতাকেই রাখার শ্লোগান হিসেবে সামনে আসছে ‘বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়’। আসন্ন নির্বাচনে কার্যত বাঙালি আবেগকে কাজে লাগিয়ে লড়াইয়ের মাঠে নামতে এই শ্লোগান তৈরি করেছে তৃণমূল। ”দিদি কে বলো” ”দিদির দূত”, ”বাংলার গর্ব মমতা”, ”দুয়ারে সরকার”, পাড়ায় পাড়ায় সমাধান”-এর পর আবারও নতুন ধরনের জনসংযোগের অস্ত্র নিয়ে মাঠে নামতেই এই শ্লোগান আনল তৃণমূল, মত রাজনৈতিক মহলের একাংশের।

২০১৬-এর মতোই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জনসভায় গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বারবার অনুরোধ করছেন, প্রার্থী যেই হোক ভাববেন ভোটটা আমাকে দিচ্ছেন। অর্থাৎ ঘরের মেয়ের মতোই থাকা নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পুনরায় নির্বাচিত করার নতুন কৌশল এই শ্লোগান।

বাংলার নির্বাচনের আগে স্পষ্টতই বাঙালি আবেগকে হাতিয়ার করতে চাইছে তৃণমূল। তাঁদের প্রচারের একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে বাংলা বনাম বহিরাগতর তত্ত্ব। বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতাদের ‘বহিরাগত’ বলে দেগে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘ঘরের মেয়ে’ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা করছে রাজ্যের শাসকদল। সেই লক্ষ্যেই ‘বাংলার গর্ব মমতা’ নামের প্রচারাভিযান ইতিমধ্যেই শুরু করেছে শাসকদল। এবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ‘ঘরের মেয়ে’ ভাবমূর্তিকে কাজে লাগাতে চাইছে শাসকদল।

মুখ্যমন্ত্রী নিজেও গত সপ্তাহে রায়গঞ্জের সভা থেকে ঘোষণা করেছেন, “এই ভোটটা আমার। তাই প্রার্থী যেই হোক, আমাকে চাইলে তৃণমূলে ভোট দেবেন।” সূত্রের খবর, তৃণমূলের নতুন এই প্রচারাভিযানও মূলত মমতাকে কেন্দ্র করেই ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বড়দোয়ালী দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে রক্তদান শিবিরে বিধায়ক আশিষ সাহা। ছবি নিজস্ব।

ছাত্রছাত্রীরা রাজ্যের ও দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ঃ শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। আজকের ছাত্রছাত্রীরাই রাজ্যের এবং দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীদের সঠিক দিশায় গড়ে তুলতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। মোহনপুর পুর পরিষদের উদ্যোগে আজ পুর পরিষদের অফিস প্রাঙ্গনে পুরস্কার বিতরণী ও ক্রিকেট সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ একথা বলেন। আজ এই অনুষ্ঠানে মোহনপুর পুর পরিষদের অন্তর্গত ১৬টি ওয়ার্ডের ৬৪টি পাড়ার খেলোয়াড়দের মধ্যে ২ টি করে ক্রিকেট ব্যাট, বল এবং ৬টি করে স্টাম্প বিতরণ করা হয়। তাছাড়া স্বচ্ছভারত অভিযানকে কেন্দ্র করে বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং সাইকেল র‍্যালীতে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, কিছুদিন আগেই ছাত্রীদের মধ্যে গিফট মিল্ক বিতরণ কর্মসূচি শুরু হয়েছে। মেয়েদের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কর্মসূচি রূপায়ণ করা হচ্ছে। স্বচ্ছ ভারত অভিযানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তরিক উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী সবাইকে স্বচ্ছ ও সচেতন থাকার পরামর্শ দেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন মতিলাল দাস। উপস্থিত ছিলেন পুর পরিষদের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারপার্সন অনিতা দেবনাথ, সমাজসেবী শ্যামল দেবনাথ, তপন দত্ত, প্রভাত দেবনাথ প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন মোহনপুর পুর পরিষদের উপ মুখ্যকার্যনির্বাহী আধিকারিক রিমি দেববর্মা। অতিথিগণ প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। ক্রিকেট খেলার সামগ্রী বিতরণে ব্যয় হয়েছে ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা।

জ্বালানির মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এসইউসিআই'র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের লাগামহীন মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে শনিবার আগরতলা শহরের বটতলায় এসইউসিআই এর পক্ষ থেকে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করা হয়। আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বৃদ্ধি না পেলেও আমাদের দেশে জ্বালানি তেলের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। গত দেড় মাস ধরে রান্নার গ্যাসের দাম ঊর্ধমুখী। তাতে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস ওটার উপক্রম। জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির ফলে যানবাহনে পরিবহন ভাড়া বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠেছে। পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মূল্য বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নীতিকে দায়ী করেছে এসইউসিআই।কেন্দ্রীয় সরকারের এ ধরনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে দেশজুড়ে শনিবার প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে শামিল হয় এসইউসিআই। আন্দোলন কর্মসূচির অংশ হিসেবে শনিবার আগরতলার বটতলায় পতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করে সংগঠন। প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলনে সামল হয়ে এসইউসিআই রাজ্য সম্পাদক অরুণ ভৌমিক বলেন আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম বাড়েনি। অথচ আমাদের দেশে পেট্রোল ডিজেল ও রান্নার গ্যাসের দাম লাগামহীন ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে অরুণ ভৌমিক বলেন ,গত দেড় মাসে রান্নার গ্যাসের দাম ১২৫ টাকা বৃদ্ধি পেয়েছে। কেরোসিনের ওপর থেকে ভর্তুকি তুলে নেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার বাজেটে ঘাটতি পূরণ করার জন্য পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের অপর অতিরক্ত আন্তঃ স্বল্প এবং সেস বৃদ্ধি করেছে বলে অভিযোগ করেন নেতৃবৃন্দ।কেন্দ্রীয় সরকার তেল কোম্পানির ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ সম্পূর্ণভাবে তুলে নিয়ে এধরনের মূল্যবৃদ্ধিকে সাহস যোগাচ্ছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। অবিলম্বে পেট্রোল ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের উপর থেকে অতিরিক্ত শুল্ক এবং সেস প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য এস ইউ সি আই এর পক্ষ থেকে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।অন্যথায় দেশজুড়ে আরও বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

চিত্র সাংবাদিক নিগ্রহ মৌন প্রতিবাদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। গোমতী জেলার উদয়পুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে জেলাশাসকের অশালীন আচরণে ক্ষুব্দ চিত্র সাংবাদিকরা শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করেন ।জেলা শাসকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছে ত্রিপুরা ফটোজার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ।গত ১৭ ফেব্রুয়ারি উদয়পুরে মুখ্যমন্ত্রীর সভার সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়েছিল একটি বৈদ্যুতিন সংবাদমাধ্যমের চিত্রসাংবাদিক সমীর সাহা। সংবাদ সংগ্রহ করতে গেলে গোমতী জেলার জেলাশাসকতরুণ কান্তি দেবনাথ চিত্রসাংবাদিকের সঙ্গে অশালীন ব্যবহার করেন ।এমনকি চিত্রসাংবাদিক সমীর সাহাকে আছার মারবেন বলে হুমকি দেন। এমনকি একটি সংবাদ মাধ্যমের কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করেন গোমতী জেলার জেলাশাসক। তাতে রাজ্য ব্যাপী চিত্রসাংবাদিক এবং সাংবাদিকদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় ।ত্রিপুরা ফটোজার্নালিস্ট এসোসিয়েশন জেলাশাসকের এ ধরনের মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ এবং নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে ।জেলাশাসকের এ ধরনের মন্তব্যের প্রতিবাদ জানিয়ে আগরতলা প্রেসক্লাবের সামনে শনিবার প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করে ত্রিপুরা ফটো জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন। সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকরমাকান্ত দেন বলেন গোমতী জেলার জেলা শাসকের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় আন্দোলন আরও বৃহত্তর আকার ধারণ করবে বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ।জেলাশাসকের মত একজন দায়িত্বপূর্ণ ব্যক্তি সাংবাদিকদের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করতে পারেন তা ভাবতেও অবাক লাগে। এ ধরনের কার্যকলাপ এরপর সাংবাদিকরা তাদের নিরাপত্তা নিয়েও সংশয় এ পড়েছেন।

তেলিয়ামুড়া পুর এলাকার উন্নয়নে নানা কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি।। তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের অধীনে ১৫ টি ওয়ার্ডে রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে ড্রেন গুলি করার জন্যই করা হয়েছে, জল নিষ্কাশন এর কোন ব্যবস্থা ছিলনা পূর্বে। খুবই বাজে অবস্থা ছিল। বর্ষার দিনগুলিতে ওয়ার্ড বাসীদের দুর্ভোগ চরম আঁকার ধারণ করত পূর্বে। কিন্তু রাজ্যে বিজেপি জোট সরকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর গোটা রাজ্যের পাশাপাশি তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের ১৫ টি ওয়ার্ডকে ঢেলে সাজানোর লক্ষ্যে উন্নয়নমূলক কাজ চলছে জোর গতিতে বর্তমানে। কথা প্রসঙ্গে ২৮ তেলিয়ামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা অর্থাৎ রাজ্য বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় এমনটাই বলেন। বিগত দিনে তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের অধীনে ১২ নং ওয়ার্ডটি ছিল অনেকটা অবহেলিত। অথচ প্রাক্তন বিধায়িকার বাড়ি এই ১২ নং ওয়ার্ডেই ছিল। এর পরে ও এই ওয়ার্ডের রাস্তাঘাট থেকে শুরু করে ড্রেন গুলির অবস্থা বিপর্যস্ত ছিল বলে জানান বিধায়িকা কল্যাণী রায়।

রাজ্য সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে আন্তরিক ঃ কৃষিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। উদয়পুর নগরপঞ্চায়েত আই সি ডি এস প্রজেক্ট অফিসের উদ্যোগে পোষণ অভিযানের অঙ্গ হিসেবে আজ অফিস প্রাঙ্গণে এক সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে রাজ্যের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ, পরিবহণ ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় উদয়পুর পুর এলাকায় অবস্থিত ২৩টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের দায়িত্ব প্রাপ্ত সরকারি প্রতিনিধির হাতে গ্যাসের চুল্লি ও সিলিণ্ডার তুলে দেন। প্রধান অতিথির ভাষণে মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় বলেন, রাজ্য সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের পরিকাঠামোগত উন্নয়নে অত্যন্ত আন্তরিক। সঠিক সময়ে পুষ্টিকর খাদ্য রান্না করে বাচ্চাদের দেওয়ার জন্যই এই গ্যাসের সংযোগ দেওয়া হয়েছে। সরকারি সুযোগ সুবিধা যাতে সঠিক সময়ে প্রত্যেক নাগরিক গ্রহণ করতে পারে তা সুনিশ্চিত করার জন্য তিনি পরামর্শ দেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কাউন্সিলার নূপুর নন্দী, সমাজসেবক প্রবীর দাস প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন সি ডি পি ও প্রবীর দেববর্মা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজমদার।

রাজারবাগে মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে বহুমুখী পরিষেবা ও সচেতনতামূলক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ ফেব্রুয়ারি।। আজ উদয়পুর পুর পরিষদ এলাকার রাজারবাগের দক্ষিণ পাড়ায় মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে ত্রিপুরাসুন্দরী মহকুমা হাসপাতালের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত শিবিরের উদ্বোধন করেন ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ, পর্যটন ও পরিবহণ দপ্তরের মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। রাজ্যের ক'ষি ও ক'ষক কল্যাণ মন্ত্রী সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্য পরিষেবাকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে ও কেন্দ্রীয় প্রকল্পগুলির বাস্তবায়ণে গোমতী জেলার স্বাস্থ্য প্রশাসন ও মহকুমা চিকিৎসা আধিকারিকের উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

আজকের মেগা স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ২৬০ জন রোগীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। শিবিরে মেডিসিন বিভাগ, চক্ষু বিভাগ, দাঁত, শিশু বিভাগ ও প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিষয়ে পরিষেবা প্রদান করানো হয়। শিবিরে ৬০ জনের ব্লাড সুগার পরীক্ষা ও হিমোগ্লোবিন পরীক্ষা করানো হয়। চার জনের ইসিজি করানো হয়। ৩০ জনের চোখ পরীক্ষা করা হয়। আজকের শিবিরে রাজারবাগের প্রবীন নাগরিক ও মহিলারা ব্যাপক সংখ্যায় অংশ নেন। আট জন গর্ভবতী মহিলাকেও প্রাক-প্রসব পরীক্ষা করানো হয়।

যক্ষা রোগ নিরাময়ের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কাজের অংশ হিসাবে শিবিরে রাজারবাগের ২০টি অটোতে যক্ষা রোগ প্রতিরোধের উপর প্যানেল লাগানো হয়। এরপর প্রধানমন্ত্রী মাতৃত্ব সুরক্ষা অভিযানের উপর আলোচনা করেন স্ত্রী ও প্রসূতি রোগ বিশেষজ্ঞ ডা. প্রদীপ কুমার বর্দ্ধন। আলোচনায় অংশ নেন রাজ্যের বিশিষ্ট শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. কেশব দেবনাথ। বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও প্রকল্পের উপর একটি পুতুল নাচ ও অনুষ্ঠিত হয়। গোটা অনুষ্ঠানে উদয়পুর পুর পরিষদের প্রাক্তন চেয়ারপার্সন শীতল চন্দ্র মজমদার, গোমতী জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. নিরুমোহন জমাতিয়া, উদয়পুর মহকুমা চিকিৎসা আধিকারিক ডা. নুপুর দেববর্মা ও সমাজসেবী প্রবীর দাস সহ আশা ও অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা অংশ নেন। আয়ুমান ভারত প্রকল্পে আজ ১৭ জনকে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার ই-কার্ড তুলে দেওয়া হয়।

রিমান্ড

● প্রথম পাতার পর

তুলতে সক্ষম হয় পুলিশ। তারা হল উৎপল কর, উৎপল দে এবং আশুতোষ দেব। নেশা কারবারের জড়িত ৪ জনকে পুলিশ আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ রিমান্ডের আবেদন করেছিল। আদালত তিন দিনের পুলিশ রিমান্ড মঞ্জুর করে ।পুলিশ রিমান্ড শেষে চারজনকে পুনরায় আদালতে আদালতে তোলা হয়। আদালত ৪ জনকেই ১৪ দিনের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য শহর ও শহরতলীর এলাকা কারবারি ও নেশাখোরদের অবাধ বিচরণ ভূমিতে পরিণত হয়েছে।

বিঘ্নিত

● প্রথম পাতার পর

দুটি জাতীয় সড়ক থেকে সরানোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কোনোক্রমে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি কিছুটা সাইডে সরিয়ে নিয়ে ছোট ছোট যানবাহন চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়। মঙ্গিয়া কামে থানার এক পুলিশ অফিসার জানান চালকদের অসাবধানতার কারণেই জাতীয় সড়কে এই ঘটনাটি ঘটেছে। আসাম আগরতলা জাতীয় সড়কে দুটি গাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ বাধলে ও প্রাণহানির কোনো ঘটনা ঘটেনি ।মঙ্গিয়া কামি থানার পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

জল্পনা

● প্রথম পাতার পর

নিয়ে প্রদেশ সভাপতি দিল্লি গিয়েছেন। সর্বভারতীয় কার্যকারিণী বৈঠক শেষে এই বিষয়ে বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি ও অন্য শীর্ষ নেতৃত্বদের সাথে আলোচনা করবেন। বিজেপি প্রদেশ কমিটি চাইছে বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনের আগেই মন্ত্রিসভা সম্প্রসারিত হোক। সেক্ষেত্রে নতুন মুখ হিসেবে কাদের মন্ত্রিসভায় দেখা যাবে তা এখনই স্পষ্ট নয়। সূত্রের দাবি, একজন বর্তমান মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়তে পারেন।

সন্ধান

● প্রথম পাতার পর

পাওয়ার সাথে সাথেই প্রয়োজনীয় সুরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আজ থেকেই পুরো হাসপাতাল সেনিটাইজ করার উদ্যোগ নিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আগামী তিনদিন চলবে এই প্রক্রিয়া। সাথে তিনি যোগ করেন, প্রসূতি বিভাগ গতকালই সেনিটাইজ করা হয়ে গেছে। তবে নতুন কোনও রোগীকে হাসপাতালে ভরতি করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

তাঁর দাবি, দুজন করোনা-আক্রান্ত ছাড়া বাকি সকলেই উপসর্গহীন। তাই, সকলেই বাড়িতে আইসোলেসনে রয়েছেন। একজন বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভরতি হয়েছেন। তিনি বলেন, করোনা নির্মূল হয়ে গেছে এমনটা ভাবার কোনও কারণ নেই। তাই, সকলকে যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

অস্ত্রোপচার

● প্রথম পাতার পর

সপ্তাহে অস্ত্রোপচার হয়েছে ইওরোলজি শল্য বিভাগে মোট ৬০, প্লাস্টিক সার্জারি ২৪, নিউরো সার্জারি ৪৯। বড়ধরনের অপারেশন হয়েছে ১৫৩টি এবং মাইনর অপারেশন হয়েছে ৮৪টি। ১২১৫ জনের এ'-রে, ৪২১ জনের সিটি স্ক্যান, ৭৪জনের এমআরআই, ৩৪৮জনের আল্টাসোনোগ্রাফি হয়েছে। ইকোকার্ডিওগ্রাফি করা হয়েছে ৩২ জনের, এণ্ডোস্কোপি করা হয়েছে ১২ জনের। নরমাল ডেলিভারি হয়েছে ৪৩ জনের, সিজারিয়ান ডেলিভারি হয়েছে ৫২ জনের। ডায়ালিসিস এর সুবিধা পেয়েছেন ২১৪জন। স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

উত্তেজনা

● প্রথম পাতার পর

খবর ছড়িয়ে পড়তেই টমটম চালক জন্য তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং তারা অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে আমবাসা রেল ব্রিজের কাছে পথ অবরোধ করে।পুলিশ এ ব্যাপারে একটি অভিযোগ গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে তবে এখন পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে গ্রেপ্তার সংবাদ নেই।

হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

তার স্বামী রাজ কুমার দেবনাথ এখনো জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য দিতে গিয়ে জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রাজকুমার দেবনাথ জানান সরস্বতী পূজার দিন তাদের পুত্র মরন দেবনাথ তার বোনকে বাইকে করে সরস্বতী পূজায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। ভালো ভাবে বাইক চালাতে না পারার কারণে তার মা আপত্তি জানিয়েছিলেন। এনিয়ে মা ও পত্রের মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয়। বাক-বিতণ্ডার যে দরপত্র তার মাকে লাকড়ি দিয়ে বেধড়ক মারধর করে। স্ত্রীকে বাঁচাতে এগিয়ে এসেছিলেন স্বামী রাজকুমার দেবনাথ। তাকেও পিটিয়ে হাত ভেঙ্গে দিয়েছে শরীরের নানা স্থানে আঘাত লেগেছে। দুজনেই জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। চিকিৎসাধীন অবস্থায় শুক্রবার গভীররাতে মৃত্যু হয় সুমিত্রা দেবনাথের। গুণধর পুত্রের বিরুদ্ধে থানায় সুনির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে তার বাবা রাজকুমার দেবনাথ জানিয়েছেন ।স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

দেহে প্রাণ ছিল বলে তাদের দাবি। তারা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করলে প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন। কিন্তু কেউ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য এগিয়ে আসেনি। শেষ পর্যন্ত অ্যাম্বুলেন্সকে ফোন করেন পরিবারের লোকজনরা ।তেলিয়ামুড়া হাসপাতালের অ্যাম্বুলেন্স ব্যস্ত থাকায় কল্যাণপুর থেকে অ্যাম্বুলেন্স ছুটে আসে ।অপেক্ষাকৃত কিছুটা দূর থেকে এম্বুলেন্স আসতে দেরি হওয়ায় সুজিতকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অনেক দেরি হয়ে যায়। অ্যাম্বুলেন্স এবং পুলিশ তাদের বাড়ির সামনে এসে পৌঁছলেও পাড়া-প্রতিবেশীরা সুজিতের দেহ অ্যাম্বুলেন্সে তুলে দিতে এগিয়ে আসেননি ।প্রতিবেশীদের বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও সুজিতের দেহ অ্যাম্বুলেন্সের তুলে না দেওয়ায় পুলিশ এবং অ্যাম্বুলেন্স চালক কোনক্রমে সুজিতের দেহ অ্যাম্বুলেন্সে তুলে তেলিয়ামুড়া হাসপাতল নিয়ে যায়। তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। নিজ ঘরে ফাঁসিতে সুজিত দেবনাথ নামে ওই যুবকের আত্মহত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পরিবারের তরফ থেকে দাবি করা হয়েছে পরিবারে কোন ধরনের ঝগড়াঝাঁটি ছিল না ।কেন সুজিত হঠাৎ ফাঁসিতে আত্মহত্যার পথ বেছে নিয়েছে তা নিয়ে রীতিমতো দ্বিধাদ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে ।তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এ ব্যাপারে একটি অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

এগিয়ে যাওয়ার জন্য মন স্থির করেছে দেশ। এই পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে যুব সমাজ। উদ্ভাবন এবং প্রযুক্তির ব্যবহারকে যতটা সম্ভব উৎসাহ দিতে হবে আমাদের। ভারতের প্রতিটি রাজ্য, প্রতিটি জেলার একটি বিশেষত্ব এবং ক্ষমতা রয়েছে। নীতি কাঠামো এবং কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

প্রধানমন্ত্রী জানান, 'কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন সেক্টরের জন্য পিএলআই প্রকল্প চালু করেছে। দেশে উতপাদন বৃদ্ধির একটি দুর্দান্ত সুযোগ। রাজ্যগুলির এই প্রকল্পের পূর্ণ সুবিধা নেওয়া উচিত এবং আরও বেশি করে বিনিয়োগ আকর্ষিত করা উচিত।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'বিগত বছরগুলিতে কৃষিক্ষেত্র থেকে শুরু করে পশুপালন, মৎস্যপালনের ক্ষেত্রে একটি সামগ্রিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। ফলস্বরূপ, করোনার সময়কালেও দেশের কৃষি রফতানি উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কাঁচা মাছ রফতানি করার দেশ হল ভারত। তাহলে আমরা কী প্রক্রিয়াজাত মাছ বড় আকারে রফতানি করতে পারি না?' মোদী বলেন, 'ভারতের নাগরিকদের জন্য, আমাদের অবশ্যই সহজতর জীবনযাত্রার চেষ্টা করা উচিত। এর ফলে ভারতীয়দের আকাঙ্ক্ষা অর্জনে এবং তাদের জীবনকে আরও উন্নত করতে সহায়তা করবে।'

রাজ্যের

● প্রথম পাতার পর

এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৫,৫৩৯ জন এবং মহিলা ভোটার ৫,৪৬৮ জন। কমলপুর নগর প'ায়েতে মোট ভোটার রয়েছেন ৮,৩৭১ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,০৬১ জন এবং মহিলা ভোটার ৪,৩১০ জন। খোয়াই পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১৩,৯৪১ জন।

এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৬,৮৭৮ জন এবং মহিলা ভোটার ৭,০৬৩ জন। তেলিয়ামুড়া পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১৫,৯২৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৭,৮২৩ জন এবং মহিলা ভোটার ৮,১০২ জন। রাণীরবাজার পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১১,৩৬৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৫,৭০৯ জন এবং মহিলা ভোটার ৫৬৫৯ জন। জিরানীয়া নগর প'ায়েতে মোট ভোটার রয়েছেন ৮,৬৮১ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,৩০৯ জন এবং মহিলা ভোটার ৪,৩৭২ জন। মোহনপুর পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১২,৯৭৮ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৬,৫০৭ এবং মহিলা ভোটার ৬,৪৭১ জন। উদয়পুর পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ২৫,৮২৬ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ১২,৭২৮ এবং মহিলা ভোটার ১৩,০৯৮ জন। অমরপুর নগর প'ায়েতে মোট ভোটার রয়েছেন ৮,১৭২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,০৩৭ জন এবং মহিলা ভোটার ৪,১৩৫ জন। বিশালগড় পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১৬,৪৩২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৮,২১১ জন এবং মহিলা ভোটার ৮,২১৯ জন। অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ২ জন।

মেলাঘর পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১৩,৭০৬ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৭,০৫৯ জন এবং মহিলা ভোটার ৬,৬৪৭ জন। সোনামুড়া নগর প'ায়েতে মোট ভোটার রয়েছেন ৮,৩৫৪ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,০৯৮ জন এবং মহিলা ভোটার ৪,২৫৬ জন। বিলোনীয়া পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ১৬,১৩৫ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৭,৮৮৫ জন এবং মহিলা ভোটার ৮,২৫০ জন। শান্তিরবাজার পুর পরিষদে মোট ভোটার রয়েছেন ৯,৪৩২ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ৪,৮০১ জন এবং মহিলা ভোটার ৪,৬৩১ জন। সাবম নগর প'ায়েতে মোট ভোটার রয়েছেন ৫,৪৫৯ জন। এরমধ্যে পুরুষ ভোটার ২,৬৯৭ জন এবং মহিলা ভোটার ২,৭৬২ জন।

টুলকিট

● আটের পাতার পর

জানুয়ারির হিংসার জন্য দায়ী করা যায়? পুলিশ বলে, কোনও ষড়যন্ত্রে সকলেরই সমান ভূমিকা থাকে না। ওই টুলকিটের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কেউ হিংসাত্মক কিছু ঘটিয়ে থাকতে পারে। এই উত্তরে সন্তুষ্ট না হয়ে দিল্লি পুলিশের কেঁসুলি তথা অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেলকে বিচারক নির্দেশ দেন, টুলকিটে কী ছিল আদালতে দেখান। কীভাবে তার দ্বারা হিংসায় প্ররোচনা দেওয়া হয়েছিল, তাও ব্যাখ্যা করুন। এদিন ঘণ্টাখানেক প্রশ্নোত্তর পর্ব চলা কালে বিচারক ধর্মেন্দ্র রানা একসময় বলেন, “নিজের বিবেককে সন্তুষ্ট না করে আমি আর এগতে পারছি না।” জামিনের আবেদনের ওপরে রায়দান তিনি মঙ্গলবার অবধি স্থগিত রাখেন।

প্রসঙ্গত, গত ১৩ ফেব্রুয়ারি বেঙ্গালুরু থেকে দিশা রবিকে গ্রেফতার করা হয়। সরকারের ধারণা, বিদেশি বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তির উস্কানিতে প্রজাতন্ত্র দিবসে দিল্লিতে হিংসা ছড়িয়ে পড়েছিল। দিশা বাদে আরও দু'জনের বিরুদ্ধে হিংসায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ করা হয়েছে। তাঁরা হলেন নিকিতা জ্যাকব ও শান্তনু মুলুক। ধৃত পরিবেশকর্মী ইতিমধ্যে পাঁচদিন কাটিয়েছেন পুলিশ হেপাজতে। জেলে কাটিয়েছেন দু'দিন।

ক্রীড়া

ভারতের তারকা শুটারকে হেনস্থা দিল্লি বিমানবন্দরে, সাহায্যে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী

নয়াদিল্লী, ২০ ফেব্রুয়ারী।। দিল্লি বিমানবন্দরে 'অপরাধী'-দের মতো আচরণ করা হল ভারতীয় শুটার মানু ভাকরের সঙ্গে। শুক্রবার টুইটারে এমনই অভিযোগ জানালেন তিনি প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রীদের কাছে। ভাকরকে দিল্লি থেকে বিমান উঠতেই দেওয়া হচ্ছিল না প্রথমে। কিরেন রিজিজুর সাহায্যে শেষ পর্যন্ত বিমানে উঠতে পারেন ভাকর।১৯ বছরের ভাকর শুটিংয়ের বিশ্বকাপের সোনাজয়ী। টোকিয়ো অলিম্পিকে ভারতের হয়ে পদক জেতার অন্যতম দাবিদার বলে মনে করা হচ্ছে তাঁকে। ভাকরের কাছে অসামরিক বিমান পরিবহণ মন্ত্রকের ডিরেক্টরেট জেনারেলের (ডিজিসিএ) অনুমতিপত্র থাকলেও, তা মানতে চাননি দিল্লি বিমানবন্দরের কর্মীরা। ভাকর টুইট করে লেখেন, 'আমাকে এআই ৪৩৭ বিমানে উঠতে দেওয়া হচ্ছে না এবং ১০ হাজার ২০০ টাকা চাওয়া হচ্ছে। ডিজিসিএ কী সেটাই বুঝতে পারছেন না এয়ার ইন্ডিয়ার কর্মী মনোজ গুপ্ত। আমি কি ঘুষ দেব'? আরও একটি টুইট করে কিরেন রিজিজু-র উদ্দেশে ভাকর জানান যে দুটো বন্দুক নিয়ে তিনি অপেক্ষা করছেন বিমানবন্দরে।মনোজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন ভাকর। তিনি টুইট করে লেখেন, 'এই ধরনের ব্যবহার আশা করিনি। মনোজ গুপ্ত মানুষই নন। আমার সঙ্গে অপরাধীদের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। এমন মানুষদের দায়িত্ব দেওয়ার আগে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন'। ভারতের অসামরিক বিমান পরিবহন মন্ত্রী হারদীপ সিংহ পুরির কাছে মনোজকে সঠিক জায়গা মতো পাঠানোর আবেদন করেছেন ভাকর ওই টুইটেই।

শেষ পর্যন্ত যদিও ভাকর বিমানে উঠতে পারেন। কিরেন রিজিজুকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি। এয়ার ইণ্ডিয়ার তরফে যদিও টুইট করে বলা হয়, ভাকরের কাছ থেকে শুধু বন্দুক নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় নথি চাওয়া হয়েছিল। সেই নথি না থাকার জন্য ভাকরের কাছে জরিমানা চাওয়া হয়, কোনও ঘুষ চাওয়া হয়নি। ভাকর নথি দেখাতেই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে এয়ার ইন্ডিয়া। ভাকরের সঙ্গে যা হয়েছে এমন ঘটনা যে বাঞ্ছনীয় নয় তা মনে করছেন অনেক ক্রীড়াবিদই, তবে এয়ার ইন্ডিয়ার পাশেও দাঁড়িয়েছেন খেলোয়াড়রা।

দেশের হয়ে না খেলে আইপিএলে নাইটদের জার্সি গায়ে চাপাবেন শাকিব! বিতর্ক বাংলাদেশে

নয়াদিল্লী, ২০ ফেব্রুয়ারী।। বিতর্কে শাকিব আল হাসান। বৃহস্পতিবার আইপিএলের নিলামে ৩.২০ কোটি টাকায় তাঁকে কিনেছে শাহরুখ খানের কলকাতা নাইট রাইডার্স। আসন্ন আইপিএলে খেলা নিয়ে এবার নিজের দেশেই বিতর্কে জড়ালেন জনপ্রিয় এই অলরাউন্ডারটি। আসলে আইপিএল চলাকালীনই এপ্রিলে দুই টেস্টের সিরিজ খেলতে শ্রীলঙ্কা সফরে যাওয়ার কথা বাংলাদেশের। আবার মে মাসে ওয়ানডে সিরিজ খেলতে বাংলাদেশ সফরে আসার কথা শ্রীলঙ্কার। ফলে প্রথম দিকে শাকিবকে পাওয়ার ব্যাপারে ধন্দে ছিল কেকেআর। কিন্তু শাকিব শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে না খেলে আইপিএল খেলার ব্যাপারে মনস্থির করেন। এরপরই তিনি শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ খেলতে না চেয়ে ছুটি চান। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের কাছে চিঠি লিখে আবেদনও জানান। শেষপর্যন্ত শুক্রবার তা মঞ্জুরও করে দিয়েছে বিসিবি। এমনকী আরেক

বাংলাদেশি ক্রিকেটার মুস্তাফিজুর রহমানকেও ছুটি দিতে প্রস্তুত বাংলাদেশ বোর্ড।তবে অনুমতি দিলেও বাংলাদেশের ক্রিকেট বোর্ডের কর্তারা শাকিবের এহেন আচরণে রীতিমতো ক্ষুব্ধ। তাঁদের মতে, এই ঘটনা দেশের ক্রিকেটের জন্য খুবই খারাপ দৃষ্টান্ত। বিসিবির কর্তা আক্রম খান সেদেশের সংবাদমাধ্যমে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শাকিবের এই কাজের জন্য পরোক্ষভাবে ক্ষোভও উগরে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, শাকিবের চিঠি পাওয়ার পর অনেক আলোচনা-বৈঠক হয়েছে। তারপরই তাঁকে ছুটি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বোর্ড জোর করে কাউকে দেশের জার্সিতে খেলাতে চায় না। তাঁর কথায়, " শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে আমাদের টেস্ট সিরিজ ও আইপিএল একই সময়ে চলবে। শাকিব এই সিরিজে খেলতে চায় না। আমরা তাঁকে ছুটি দিয়েছি। যদিও এটা খুব ভাল উদাহরণ নয়। কিন্তু অনিচ্ছুক কাউকে আমরা খেলাতে চাই না।" শুধু বোর্ড নয়, বাংলাদেশ ক্রিকেট ভক্তদের একাংশও শাকিবের এই সিদ্ধান্তে অখুশি।

চারটে গোলই তো আমাদের', ডার্বি জিতে রসিকতা এটিকে মোহনবাগান কোচ হাবাসের

নয়াদিল্লী, ২০ ফেব্রুয়ারী।। কিছুক্ষণ আগে ম্যাচটা শেষ হয়েছে। নিজের মোবাইল অন করেই হোয়াটসঅ্যাপে একটা বার্তা পাঠালেন এটিকে মোহনবাগান কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস। নিজের বাহুর ইমোজি পাঠালেন সবুজ-মেরুন কোচ। আসলে লিগের মাঝপথেই হঠাৎ করেই কিছু সমর্থক যেভাবে তাঁর কোচিং নিয়ে সমালোচনা শুরু করেছিলেন, সেই সময়টায় সত্যিই বিরক্ত ছিলেন এটিকে মোহনবাগান কোচ। এদিন তাই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এসসি ইস্টবেঙ্গলকে ৩-১ গোলে ধরাশায়ী করে মাঠ ছেড়ে টিম বাসে উঠেই নিজের 'বাহু'র ইমোজিটা পাঠিয়ে দিলেন হাবাস। যেন বলতে চাইলেন, "নিজের বাহুর জোরেই ডার্বিটা জিতেছি। আইএসএলের প্রথম

ডার্বিতে ২ গোলে জেতার পরেও সমালোচনা। যেন কিছুতেই মানতে পারছিলেন না। এদিন তাই জয়ের পর কিছুটা মজা করেই বললেন, "তিন গোল বলছেন কেন। এদিন তো আমরা চার গোল করলাম!" স্প্যানিশ হওয়ার পরেও ইটালিয়ান আরিগো সাক্কিকেই আদর্শ কোচ ভাবেন হাবাস। তিনি কোন কোচিং স্টাইল পছন্দ করেন, বোঝাতে গেলে আরিগো সাক্কির নামটাই তো যথেষ্ট। কিন্তু সাধারণ মানুষ আর কবে কোচিং স্টাইলের অন্তর্নিহিত অর্থ খুঁজেছেন? তাঁরা চান শুধু সব ম্যাচেই তিন পয়েন্ট। ফলে ম্যাচ ড্র হলেই উড়ে এসেছে বাক্যবাণ। এদিন তাই এসসি ইস্টবেঙ্গলকে উড়িয়ে দিয়েও চূড়ান্ত সংযমের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে রাখলেন।

বললেন, "বিশ্বাস করুন, অন্যান্য ম্যাচের মতোই আমার কাছে শুধুই একটা তিন পয়েন্টের ম্যাচ ছিল। তবে মেরিনার্সদের জন্য অবশ্যই দারুণ মুহূর্ত। করোনার জন্য গোয়াতে আমরা একা রয়েছি। এই সময় দূর থেকে সমর্থকরা এভাবে সমর্থনের হাত বাড়িয়ে না দিলে পুরো দলটা হয়তো এভাবে তেতেই উঠত না।

জোড়া ডার্বি হেরে ফুটবলারদের ঘাড়ে দোষ চাপালেন রবি ফাওলারের সহযোগী

নয়াদিল্লী, ২০ ফেব্রুয়ারী।। এ যেন চলতি আইএসএলে প্রথম ডার্বির পুনরাবৃত্তি। গত ২৭ নভেম্বর ২-০ গোলে প্রথম ডার্বি জিতেছিল এটিকে মোহনবাগান। এবারও ডার্বি যুদ্ধের রঙ সেই সবুজ-মেরুন। ফিরতি ডার্বিতে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী এসসি ইস্টবেঙ্গলকে ৩-১ গোলে হারাল রয় কৃষ্ণর দল। ফলে প্রথমবার জোড়া ডার্বি জিতে অনন্য নজির গড়লেন আন্তোনিয়ো লোপেজ হাবাস। আর দলের এমন নির্বিষ পারফরম্যান্স গ্যালারিতে বসে হতবাক হয়ে দেখলেন নির্বাসিত কোচ রবি ফাওলার।শুক্রবার ফতোরদা স্টেডিয়ামে ব্রাইট এনোবাখারে ছাড়া লাল-হলুদের আর কারও মধ্যে বিন্দুমাত্র তাগিদ চোখে পড়েনি। যদিও ফাওলারের সহযোগী টনি গ্রান্ট মনে করেন তাঁর দলের ফুটবলাররা বিপক্ষের হাতে ম্যাচ তুলে দিয়ে এসেছেন। তাই জোড়া ডার্বি হেরে সুব্রত পাল- রাজু গায়কোয়াড়দের ঘাড়ে দোষ চাপালেন ফাওলারের 'প্রিয় বন্ধু'।লাল-হলুদের কাছে হারানোর কিছুই ছিল না। তাই সবাই ভেবেছিলেন সম্মানের ডার্বি জিতে ফাওলারকে ম্যাচ উৎসর্গ করবে দল। কিন্তু কোথায় কী! প্রথমার্ধে কিছুটা লড়লেও দ্বিতীয়ার্ধে অসহায়

আত্মসমর্পণ করল দল। তাই ম্যাচের শেষে ক্ষুব্ধ গ্রান্ট সাংবাদিক সম্মলনে বলেন, "একটা ভাল ম্যাচ হয়েছে। দুটো দলই আজ জিততে পারত। কিন্তু প্রথমার্ধে সমতা ফেরানোর পরেও দ্বিতীয় গোল হজম করার কোনও মানে হয় না। এমন গোল হজম করা একেবারে মেনে নেওয়া যায় না। ম্যাচে ওদের দ্বিতীয় গোলেই খেলা ঘুরে গেল।" এর পরেই গ্রান্ট ক্ষোভের সঙ্গে জুড়ে দিলেন, "আগের ম্যাচগুলোতে দল কেমন খেলেছে সেটার কোনও গুরুত্ব নেই। কারণ এটা ডার্বি। কিন্তু আমাদের ফুটবলাররা তো ম্যাচটা ওদের হাতে তুলে দিয়ে এল! আর সেখানেই দলের বাকিদের ছন্দ নষ্ট হয়ে যায়। এরপর আর ঘুরে দাঁড়াতে পারেনি।"হারের পর স্বভাবতই ড্রেসিংরুমের পরিবেশ বেশ থমথমে। সেটা স্বীকার করে নিলেন টনি গ্রান্ট। তিনি বলেন, "এমন ভাবে হারলে ছেলেদের মন তো ভাঙবেই। আমাদের দলে বেশ কয়েকজন ভারতীয় ফুটবলারের ডার্বি খেলার অভিজ্ঞতা আছে। এখানে আসার পরে বিদেশি ফুটবলাররাও এই ম্যাচের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে। কিন্তু কী আর করা যাবে। আগামী মরসুমে আমরা থাকলে জেতার অবশ্যই চেষ্টা করব। সেবারও তো আইএসএলে দুটো ডার্বি হবে। আমরা তখন দুটো ম্যাচ জেতার চেষ্টা করব।"চূড়ান্ত চুক্তিতে এখনও সই করেননি ক্লাব কর্তারা। ক্লাব বনাম বিনিয়োগকারীদের এই সমস্যা আদৌ কি মিটবে? টনি গ্রান্ট কিন্তু আশার আলো দেখাতে পারলেন না। তাই তো শেষে জুড়ে দিলেন, "দেখি আগামী সপ্তাহের মধ্যে কোনও রফা বেরিয়ে আসে কিনা! আসলে ডার্বি প্রতি বছর আসবে। তবে সবার আগে তো ক্লাবকে ভাল ভাবে চালানোর প্রয়োজন।

Sealed tenders are hereby invited by the undersigned on behalf of the Government of Tripura from the bonafide citizens of India for disposal of 06(six) nos. confiscated seized vehicles under Trishna Wildlife Sanctuary, Joychandpur , South Tripura District.

1. Last date of collection of Tender documents: Upto 3:00 pm of 22/02/2021.
2. Last date of dropping of Tender: Upto 4:00 pm of 22/02/2021.
3. Date of opening of Tender: At 4:30 pm on 22/02/2021 if possible.
4. Intending supplier / vendor / bidder may collect tender documents from the office of the Wildlife Warden, Trishna Wildlife Sanctuary, Joychandpur during office hours and day from the date of floatiag of tender.

ICA-C-3250/21

(A. Debnath,TFS)
Wildlife Warden
Trishna Wildlife Sanctuary
Joychandpur

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO- e-PT-VIII/EE/RDUD/G/2020-2021 DATED- 19/02/2021

On behalf of the 'Governor of Tripura' The Executive Engineer, R.D Udaipur Division, Udaipur ,Gomati District invites percentage rate e-tender from the eligible Bidders up to 15.00 Hrs on 12/03/2021 for the following work-

1. Procureme4t and supply of specefied river sand for mortar / concrete and black sand for trench/ plinth filling at various worksites unde Matabar /Kakraban/ Killa/Tepania R D Block under Gomati District.
2. Hiring Charges for Centering Shuttering including strutting propping etc. in complete for casting of RCC for any construction work at various worksites under Matabari/ Kakraban/ Killa/Tepania R D Block under Gomati District.
3. Procurement and supply of Aluminium doors, windows, partition complete set, stainless steel railing fitting fixing at worksites and various plywood,flush door,hard board,transparent sheet etc. at various worksites under Matabari/ Kakraban/ Killa/ Tepania R D Block under Gomati District.
4. Carrying of RD store materials from R.D. District Godown to different RD BLOCK store & worksites under Gomati & South Tripura District.
5. Hiring of various permissible Machineries like Plate rammers/Vibrating plateNibro/ Tractor with tripper attachment/3 wheel 80-100 KN Static roller/"Water Tanker 6KL capacity/ pump set/ Mixture machine (1/2 bag capacity) / Needle vibrator (25-40 mph dia) for use in MGNREGA construction works in different blocks areas under RD Udaipur Division under Gomati District.

For details visit website https://tripuratenders.gov.in and contact by e-mail to rdud.division@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

ICA-C-3257/21

(Er. L. Sarkar)
Executive Engineer
R.D Udaipur Division
Gomati District,Tripura.

বিভিন্ন দাবীতে আগরতলায় এসইউসিআই এর বিক্ষোভ অবস্থান। ছবি নিজস্ব।

প্রদর্শনীতে অংশ নিতে আমিরশাহী পৌঁছল ভারতীয় রণতরী ‘প্রলয়’

আবুধাবি, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : সংযুক্ত আরব শাহী পৌঁছল ভারতীয় নৌসেনার রণতরী ‘প্রলয়’। ভারতীয় নৌসেনার তরফে এক বিবৃতিতে জানানো আছে, শুক্রবার আবু ধাবি পৌঁছেছে প্রবাল ক্লাস মিসাইল শিপ আইএনএস প্রলয়। শনিবার, অর্থাৎ আজ নৌ প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী (এনএভিডিইএক্স) ২০২১ এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী (আইডিইএক্স) ২০২১ নামের সামরিক প্রদর্শনীতে অংশ নেবে জাহাজটি।

মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে কৌশলগত সহযোগিতা আরও বাড়িয়ে তুলছে নয়াদিল্লি। ২০১৭ সালে আবু ধাবির যুবরাজ মহম্মদ বিন জায়েদ আল নাহানের ভারত সফরকালে দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্কের সূচনা হয়। তারপর ২০১৮ সালে যৌথ নৌ-মহড়ায় অংশ নেয় দুই দেশ। চলতি বছরের শেষের দিকেও ফের নৌ-মহড়া চালাবে সংযুক্ত আরব অমিরশাহী ও ভারত। তার আগে সামরিক প্রদর্শনীতে অংশ নিতে সংযুক্ত আরব শাহী পৌঁছল ভারতীয় নৌসেনার রণতরী আইএনএস ‘প্রলয়’। আজ নৌ প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী (এনএভিডিইএক্স) ২০২১ এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি, অর্থাৎ আগামী বৃহস্পতিবার আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা প্রদর্শনী (আইডিইএক্স) ২০২১ নামের সামরিক প্রদর্শনীতে অংশ নেবে জাহাজটি। সম্পূর্ণ দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি প্রবাল ক্লাসের দ্বিতীয় রণতরী হচ্ছে প্রলয়। ২০০২ সালের ১৮ ডিসেম্বর ভারতীয় নৌসেনায় অন্তর্ভুক্ত হয় রণতরীটি। এতে রয়েছে ৭৬.২ মিলিমিটারের মধ্যম পাল্লার অত্যাধুনিক কামান। এছাড়া রয়েছে, দূরপাল্লার জমি থেকে জমিতে আঘাত হানতে সক্ষম মিসাইল। প্রতিপক্ষের ক্ষেপণাস্ত্রকে ধ্বংস করতে ও নিজেকে বাঁচাতে অত্যন্ত আধুনিক ‘চাফে সিস্টেম’। শত্রুর ছোঁড়া মিসাইলকে বিভ্রান্ত করে দেয় এই অত্যাধুনিক সিস্টেম।

টুলকিট মামলা জামিন পেলেন না দিশা রবি

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : জামিন পেলেন না পরিবেশকর্মী দিশা রবি। শনিবার তাঁর জামিনের আবেদনের ওপরে দিল্লির আদালতে শুনানি হয়। এদিন ঘণ্টাখানেক প্রশ্নোত্তর পর্ব চলা কালে বিচারক ধর্মেন্দ্র রানা একসময় বলেন, “নিজের বিবেককে সন্তুষ্ট না করে আমি আর এগতে পারছি না।” জামিনের আবেদনের ওপরে রায়দান তিনি মঙ্গলবার অবধি স্থগিত রাখেন।

দিল্লি পুলিশের অভিযোগ, একটি টুলকিট তৈরি করে দেশবিরোধী প্রচার চালিয়েছেন দিশা। ধৃত পরিবেশকর্মী বলেন, টুলকিট ছিল একটি রিসোর্স ডকুমেন্ট। অর্থাৎ তার মাধ্যমে কোনও পাঠক কৃষক আন্দোলনের নানা নথির সন্ধান পেতে পারতেন। দিল্লি পুলিশ বলে, ওই টুলকিটের মাধ্যমে এমন কয়েকটি সাইটের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল যেখানে ভারত সরকার ও সেনাবাহিনীর নিন্দা করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, ওই পরিবেশকর্মীর সঙ্গে খলিস্তানি সংগঠন পোয়েটিক জাস্টিস ফাউন্ডেশনের যোগযোগ রয়েছে। দিশার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি পুলিশের সঙ্গে সহযোগিতা করছেন না। জামিন পেলে তিনি প্রমাণপত্র নষ্ট করতে পারেন। পুলিশের কেঁসুলি বলেন, প্রাথমিক তদন্তে দেখা গিয়েছে, টুলকিটের অনেক লেখা, ছবি ও ভিডিও মুছে ফেলা হয়েছে। তদন্ত এখনও প্রাথমিক স্তরে রয়েছে। এই অবস্থায় দিশাকে জামিন দেওয়া ঠিক নয়।

বিচারক ধর্মেন্দ্র রানা প্রশ্ন তোলেন, কেউ যদি অবাঞ্ছিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা করে, তাহলেই কি ধরে নেওয়া যায়, তার খারাপ উদ্দেশ্য ছিল? পুলিশের দাবি, এম ও ধালিওয়াল নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে দিশার যোগযোগ আছে। তিনি পোয়েটিক জাস্টিস ফাউন্ডেশনের প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। অভিযোগ, ধালিওয়াল অতীতে দেশবিরোধী কার্যকলাপে জড়িত ছিলেন। সেই প্রসঙ্গেই বিচারক ওই প্রশ্ন করেন। পুলিশ বলে, ধালিওয়ালকে সকলেই চেনে। তাঁর সঙ্গে দেখা করার কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? বিচারক বলেন, আমি জানি না ধালিওয়াল কে? বিচারক প্রশ্ন তোলেন, দিশা রবিকে কীভাবে ২৬ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

২৫ ফেব্রুয়ারি অমিত শাহের কাছে অস্ত্রসমেত আত্মসমর্পণ করবে পিডিসিকে-প্রধান সংবিজিৎ সহ ছয় জঙ্গি সংগঠনের সক্রিয় ক্যাডাররা

গুয়াহাটি, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পিপলস ডেমোক্র্যাটিক কাউন্সিল অব কারবিলংরি (পিডিসিকে)-প্রধান আইকে সংবিজিৎ আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে অস্ত্র দাখিল করে হিংসার পথ পরিত্যাগ করে জীবনের মূলস্রোতে ফিরে আসবেন। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে, সংবিজিৎ বর্তমানে কারবি আংলং জেলা সদর ডিফুতে রয়েছেন।

আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি অমিত শাহের অসম সফরের সময় অস্ত্র সমর্পন করবেন সংবিজিৎ। এর আগে জঙ্গি নেতা কারবি আংলঙে স্বশাসিত পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য (সিইএম) তুলিরাম রংহাঙের সাথে এ বিষয়ে কথা বলেছেন। হিংসার পথ ছেড়ে শান্তির পথে ফিরে আসার গোটা প্রক্রিয়ায় মধ্যস্থতা করছেন তুলিরাম রংহাং। গঠনমূলক এই সিদ্ধান্তের কিছুদিন আগে মায়ানমার থেকে ভারতে এসে সরকারের সাথে শান্তি আলোচনায় মিলিত হয়েছেন তিনি। এদিকে শীর্ষ এই জঙ্গি নেতার আসন্ন বিধনসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সম্ভাবনা রয়েছে বলে এক খবর চাউর হয়েছে।

এদিন পিপলস ডেমোক্র্যাটিক কাউন্সিল অব কারবিলংরি ছাড়াও ডিমা হালাম দাউগা (ডিএইচডি) এবং কারবি পিপলস লিবারেশন টাইগার্স (কেপিএলটি)-এর সদস্য সহ অন্য ছয় উগ্রপন্থী সংগঠনের সক্রিয় ক্যাডাররা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সামনে অস্ত্রশস্ত্র সংবরণ করবেন।

২৫ ফেব্রুয়ারি রাজ্যের অন্যতম পাহাড়ি জেলা কারবি আংলং সফরে আসবেন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আত্মসমর্পণ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানের জন্য গতকাল থেকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে পিডিসিকে। এক বিবৃতিতে পিডিসিকে-র চেয়ারম্যান জেকে লিজাং সংগঠনের সকল সদস্যদের ন্যূনতম রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য শত্রুতা তথা হিংসাত্মক কার্যকলাপ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার আন্তরিকতার সঙ্গে উদ্বেগজনক পরিস্থিতির কথা বিশেষভাবে গুরত্ব সহকারে রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তুলতে বিহিত পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

বিবৃতিতে পিডিসিকে-র চেয়ারম্যান জেকে লিজাং দাবি করেছেন, সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে রুজু যাবতীয় ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করে সমাজে তাদের পুনর্বাসনের জন্য যথার্থ ক্ষতিপূরণে আর্থিক অনুদান প্রদান করুক সরকার।

পিডিসিকে সহ ছয় জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা অস্ত্র সংবরণ করে সমর্পণ করার ফলে তিনটি পার্বত্য জেলা কারবি আংলং, পশ্চিম কারবি আংলং এবং ডিমা হাসাওয়ে জঙ্গি ও হিংসাত্মক কার্যকলাপের অবসান ঘটবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পিডিসিকে-র পক্ষে ইতিমধ্যে কারবি উপজাতি সম্প্রদায়ের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যে স্বশাসিত পরিষদ গঠনের দাবিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কাছে স্মারকপত্র পাঠানো হয়েছে। এতে দাবি করা হয়েছে, পার্বত্য উপজাতি এবং সমতলীয় মানুষের মধ্যে সমন্বয় ও সহাবস্থানের জন্য এটি একমাত্র সমাধান।

উল্লেখ্য, অমিত শাহ তাঁর সফরকালে শ্রীমন্ত শংকরদেবের জন্মস্থান নাগাঁওয়ের বটদ্রবা থান পরিদর্শন করে সেখানে প্রস্তাবিত বহু মূল্যের প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এক্সপায়ার মুখ্যমন্ত্রী : বাবুল সুপ্রিয়

বাঁকুড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়েকে এক্সপায়ার মুখ্যমন্ত্রী বলে কটাক্ষ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা বাবুল সুপ্রিয়। শনিবার বাঁকুড়ার বেলিয়াতোড়ে পরিবর্তন যাত্রায় যোগ দিতে এসে এই মন্তব্য করে বাবুল সুপ্রিয় আরও বলেন আর তিন মাস মমতা ব্যানার্জী মুখ্যমন্ত্রী আছেন কিন্তু মানুষের মনে তিনি এখন মুখ্যমন্ত্রী নন তৃণমূল নেত্রী।

ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোরের উদ্দ্যেশ্যে তিনি বলেন সাধারণ মানুষই শ্লোগান তৈরি করবেন। এদিন তিনি দুয়ারে সরকার প্রকল্পের কড়া সমালোচন করে বলেন দশ বছর পেরিয়ে যাবার পর এই প্রকল্প কেন, ভোটের আগে এই পরিকল্পনা মানুষ বুঝে গেছে। এদিন পরিবর্তন যাত্রা উপলক্ষে বিজেপির বিষ্ণুপুর সাগঠনিক জেলার উদ্দ্যেগে এক জনসভার আয়জন করা হয়।

কাবুলে তিনটি বোমা হামলা, নিহত ৫ জন

কাবুল, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : ফের বোমা হামলা আফগানিস্তানে। শনিবার আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে তিনটি বোমা হামলার ঘটনা ঘটে। বোমা হামলায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। এ হামলায় আহত হয়েছেন আরও দুইজন।

কাবুল পুলিশের মুখপাত্র ফেরদেভস ফারামার্জ জানান, রাজধানীর দারুল আমান সড়কে আজ সকালে এ সব বোমা হামলার ঘটনা ঘটে।এদিনের বোমা হামলায় অন্তত পাঁচজন নিহত হয়েছেন। আরও দু’জন এ হামলায় আহত হয়েছেন। তবে এখন পর্যন্ত কেউ এ হামলার দায় স্বীকার করেনি বলেই জানিয়েছেন তিনি।

ঘন কুয়াশায় অদৃশ্য ইন্ডিয়া গেট দৃশ্যমানতার অভাবে বেহাল দিল্লি

নয়াদিল্লি, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.): অদৃশ্য হয়ে গেল ইন্ডিয়া গেট! হ্যাঁ, ঠিকই পরছেন। শনিবার সকালে খুব কাছ থেকেও দেখা গেল না ইন্ডিয়া গেটকে, অনেকটা অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার মতোই। সৌজন্যে ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতার অভাব। শনিবার ভোর থেকে সকাল পর্যন্ত ঘন কুয়াশার চাদরে ঢাকা ছিল রাজধানী দিল্লি। কুয়াশা এতটাই বেশি ছিল যে স্পষ্টভাবে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না।

ইন্ডিয়া গেট ছাড়াও দিল্লির অন্যত্র একই পরিস্থিতি ছিল। কুয়াশার জন্য এদিন ধীর গতিতে চলাচল করেছে যানবাহন, দৃশ্যমানতার অভাবে দিল্লিবাসী কার্যত নাজেহাল হয়ে পড়েছেন। ঘন কুয়াশার মধ্যে প্রাণের ঝুঁকি নিয়েই গাড়ি চলাচল করেছে। রাষ্ট্রপতি ভবন, সাউথ ব্লক, অক্ষরধাম, সিংঘু সীমা (দিল্লি-হরিয়ানা সীমা)-সর্বত্রই ঘন কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল।

প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ফিরে এল আমেরিকা

নিউইয়র্ক, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : আনুষ্ঠানিকভাবে প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে ফিরে এল আমেরিকা। ফরাসি বার্তা সংস্থা এএফপি-র খবরে প্রকাশ হয়েছে, দায়িত্ব নেওয়ার এক মাস পর বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতি ও দ্বিতীয় বৃহৎ কার্বন নির্গমনকারী দেশটি শুক্রবার ২০১৫ সালের চুক্তিতে ফিরে আসার ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন।

যুক্তরাষ্ট্র আনুষ্ঠানিকভাবে চুক্তিতে ফিরে আসার পর মিউনিক নিরাপত্তা সম্মেলনে এক ভাষণে ইউরোপীয় দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে দ্বিগুণ জোর দিতে আহ্বান জানিয়েছেন বাইডেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের সমাধানে আমরা আর বিলম্ব করতে পারি না। এটা বৈশ্বিক অস্তিত্বের সংকট। আমাদের সবাইকে পরিণতি ভোগ করতে হবে।

চুক্তিতে ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে এক বিবৃতিতে মার্কিন বিদেশমন্ত্রী অ্যান্থনি ব্লিংকিন বলেন, জলবায়ু পরিবর্তন থেকে আসা সত্যিকারের সমস্যাগুলোর সমাধান এবং বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে আসা পরামর্শে মনোযোগ দেওয়া আমাদের ঘরোয়া ও বিদেশনীতির অগ্রাধিকারগুলোর কেন্দ্রে অবস্থান করছে। আমাদের জাতীয় নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য উদ্যোগের পরিবর্তন এবং আমাদের অর্থনীতি ও বাণিজ্য আলোচনার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

কাল দক্ষিণেশ্বর-নোয়াপাড়া মেট্রোর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

কলকাতা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : প্রতীক্ষার অবসান। ট্রায়াল রান নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতেই শুরু হতে চলেছে দক্ষিণেশ্বর-নোয়াপাড়া রুটের মেট্রো পরিষেবা। আগামী সোমবার দক্ষিণেশ্বর-নোয়াপাড়া মেট্রোর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তারপর দিন থেকেই দক্ষিণেশ্বর-নোয়াপাড়া রুটে শুরু হয়ে যাবে যাত্রী পরিষেবা।

জানা গেছে, আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি সোমবার হুগলি জেলায় ডানলপ মাঠে জনসভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেই সভা থেকেই দক্ষিণেশ্বর-নোয়াপাড়া মেট্রোর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। জানা গিয়েছে, ডানলপ মাঠে মোদীর সভামঞ্চের পাশেই একটি আলাদা মঞ্চ থাকবে। সেখান থেকেই রিমোটের মাধ্যমে নয়া মেট্রোর উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী। তারপর দিন থেকেই দক্ষিণেশ্বর-নোয়াপাড়া রুটে শুরু হয়ে যাবে যাত্রী পরিষেবা।

মেট্রো রেল সূত্রে খবর, মঙ্গলবার থেকে প্রতিদিনই দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ পর্যন্ত যাবে মেট্রো। কাজের দিন বা অফিসের দিনে দক্ষিণেশ্বর-নোয়াপাড়া-কবি সুভাষ, এই রুটে মোট ২৪৪টি ট্রেন চলবে। অফিস টাইমে প্রতি ৬ মিনিট অন্তর অন্তর ট্রেন চলবে। তবে শনিবার সংখ্যাটা কিছু কম হবে। সেদিন মোট ২২৮টা ট্রেন চলবে।

উল্লেখ্য, দক্ষিণেশ্বর-নোয়াপাড়া রুটে ২৩ ডিসেম্বর মেট্রোর প্রথম ট্রায়াল রান হয়। তারপর আরও বেশ কয়েকদিন নির্বিঘ্নে ট্রায়াল রান হয়। এরপরই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই রুটে পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত নেন মেট্রো আধিকারিকরা। এখন চূড়ান্ত ছাড়পত্র দেওয়ার জন্য গত ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারি দক্ষিণেশ্বর মেট্রো পর্যবেক্ষণে আসেন রেলের সেফটি কমিশনার। সেই পর্যবেক্ষণের পর ছাড়পত্র মিলতেই এবার চালু হতে চলেছে বহু প্রতীক্ষিত দক্ষিণেশ্বর-নোয়াপাড়া মেট্রো সার্ভিস।

মোদী ও হাসিনার উপস্থিতিতে ২৬ মার্চ বাংলাদেশে উদ্বোধন হবে বঙ্গবন্ধু গান্ধী জাদুঘর

ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : আগামী ২৬ মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স সেন্টারে (বিআইসিসি) বঙ্গবন্ধু-মহাত্মা গান্ধী জাদুঘর উদ্বোধন করা হবে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সূত্র থেকে জানানো হয়েছে, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু ও ভারতের জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর ওপর গবেষণা করে এই জাদুঘরটি করা হয়েছে।

বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী ও স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ১৭ থেকে ২৬ মার্চ বড় আকারে ‘মুজিব চিরন্তন’ অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে বাংলাদেশ সরকার। এর মধ্যে অন্তত তিনটি দেশের তিনজন সরকার প্রধান ওই ১০ দিনের বিভিন্ন সময়ে ঢাকায় অবস্থান করবেন। এছাড়া বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের ভিডিও বার্তা দেখানো হবে ওই সময়।

নেপালের রাষ্ট্রপতি বিদ্যা দেবী ভান্ডারি ২২ থেকে ২৩ মার্চ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২৫ মার্চ রাতে এসে ২৭ মার্চ দুপুর পর্যন্ত থাকতে পারেন। এছাড়া মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট ১৮ থেকে ২১ মার্চের মধ্যে যেকোন সময় ঢাকায় আসবেন বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গত বছর বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের কথা থাকলেও কোভিড-১৯ পরিস্থিতির কারণে অনেক কিছু করা সম্ভব হয়নি। এই বছর কোভিড-১৯ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকার কারণে ১৭ মার্চ থেকে ২৬ মার্চ বড় আকারে অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা নিয়ে সরকার অগ্রসর হচ্ছে। সব রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান বাংলাদেশের স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, বঙ্গবন্ধু বা তাদের পছন্দ অনুযায়ী বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল লেকচার দেবেন।

এছাড়া, ভুটানের রাজা, কানাডার প্রধানমন্ত্রী, যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি পরিবারের কোন সদস্য এবং অন্য অনেক দেশ থেকে ভিডিও বার্তা আসবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পূর্ণরাজ্য গঠনের ৫৮ বছর পর প্রথম নাগাল্যান্ড বিধানসভায় জাতীয় সংগীত

গুয়াহাটি, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি.স.) : পূর্ণরাজ্যের স্বীকৃতি পাওয়ার ৫৮ বছর পর ইতিহাস রচনা করে প্রথমবারের মতো নাগাল্যান্ড বিধানসভায় গাওয়া হলো ভারতের জাতীয় সংগীত ‘জনগণমন অধিনায়ক...’। নাগাল্যান্ড বিধানসভায় চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি ত্রয়োদশ বিধানসভার সপ্তম অধিবেশনে রাজ্যপাল আরএন রবির উপস্থিতিতে নতুন ইতিহাস রচনা করে সকলে গেয়েছেন জাতীয় সংগীত।

উল্লেখ্য, ১৯৬৩ সালের ১ ডিসেম্বর অসম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক পূর্ণরাজ্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল খ্রিষ্টান অধ্যুষিত নাগাল্যান্ড। এর পর ১৯৬৪ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানী কোহিমায় বিধানসভার প্রথম অধিবেশন হয় ওই বছরের ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে। দীর্ঘ ৫৮ বছর পর এবারই চলতি বছরের (২০২১) ১২ ফেব্রুয়ারি প্রথমবারের মতো নাগাল্যান্ড বিধানসভার অধিবেশনে জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। রাজ্যপাল আরএন রবির ভাষণের আগে এবং পর জাতীয় সংগীত গেয়েছেন অধিবেশনে উপস্থিতরা। সোশাল মিডিয়ায় বিষয়টি ভাইরাল হলে খবরটি জনসমক্ষে আসে।

সুরক্ষা বিষয়ক বিশ্লেষক নিতিন এ গোখলে এক ট্যুইট-ভিডিওর মাধ্যমে নাগাল্যান্ড বিধানসভার অধিবেশনে প্রথমবারের মতো জাতীয় সংগীত পরিবেশনের খবর দিয়েছেন। এ ব্যাপারে বিধানসভার সচিব ড় পিজে অ্যান্টনির কাছে জানতে চাইলে কী কারণে নাগাল্যান্ড বিধানসভায় এতদিন জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়নি সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অজ্ঞাত বলে জানান। বর্তমান বিধায়কদের বিধানসভায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করার পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন অ্যান্টনি।

এদিকে নাগাল্যান্ডের ক্যাবিনেট মন্ত্রী তথা বিজেপির প্রদেশ সভাপতি টেমজেন ইমনাই রাজ্যের বিধানসভায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনকে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, তিন বছর আগে ২০১৮ সালের ২৩ মার্চ ত্রিপুরা বিধানসভায়ও প্রথমবারের মতো জাতীয় সংগীত পরিবেশন করা হয়েছিল। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লবকুমার দেবের নেতৃত্বে বিজেপি জোট সরকার গঠন হওয়ার পর বিধানসভায় জাতীয় সংগীত পরিবেশন করার পরম্পরার সূচনা করেন।

প্রয়াত বাংলাদেশের কিংবদন্তি অভিনেতা এটিএম শামসুজ্জামান

ঢাকা, ২০ ফেব্রুয়ারি (হি. স.) : প্রয়াত বাংলাদেশের কিংবদন্তি অভিনেতা ও হাস্যরসের ভান্ডার এটিএম শামসুজ্জামান। শনিবার ঢাকার সূত্রাপুরে নিজ বাসভবনে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ ঢালিউড।

একুশে পদক প্রাপ্ত অভিনেতার কন্যা কোয়েল আহমেদ জানিয়েছেন, আব্বা আর নেই। শুক্রবার বিকেলে আব্বাকে বাসায় নিয়ে এসেছিলাম। উনি হাসপাতালে থাকতে চাইছিলেন না। বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন প্রবীণ অভিনেতা। হাসপাতালে একটু ভালো হতেই বাড়ি আসেন। এরপর শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়। ১৯৬৫ সালে অভিনেতা হিসেবে চলচ্চিত্র আগমন হয় এটিএম শামসুজ্জামানের।

নতুন ভাবনায় পথ চলা শুরু
বাংলার সাথে এখন হিন্দি খবর-ও
hindi.jagarantripura.com

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।